CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-310 ■ 20 August, 2025 ■ আগরতলা ২০ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ৩ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল মমতা

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ।। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বড়সড় রাজনৈতিক ধাক্কা। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বিবেচনার আবেদন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। ফলে কলকাতা হাইকোর্টের সেই ঐতিহাসিক রায় বহাল থাকল। ওই রায়ে ২৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ বাতিল করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, এই দুর্নীতিমূলক নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্য প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে দায়ী। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই বিপর্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। হাজার হাজার পরীক্ষার্থী, যারা দোষী এবং নির্দোষ, উভয়েরই জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।

তাই আদালতের মন্তব্য একেবারে যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ বলেছে, যদিও নির্দোষদের নিয়োগ বাতিল হওয়ায় কষ্ট ও হতাশা তৈরি হয়েছে। তবুও নির্বাচন প্রক্রিয়ার পবিত্রতা রক্ষা করা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

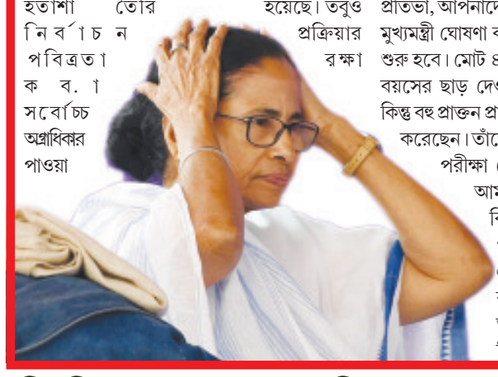

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করেছিল হাইকোর্ট। ফলে ২৫,৭৫৩ জন অবৈধভাবে নিযুক্ত প্রার্থীকে চাকরি ছাড়তে বলা হয়েছিল এবং ১২ শতাংশ সুদসহ তাদের বেতন ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। পরে সুপ্রিম কোর্টও সেই রায় বহাল রাখে। এই সিদ্ধান্ত রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল আলোড়ন তোলে। বিজেপি ও তৃণমূল মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ইস্যুতে তৃণমূল সরকার আরও চাপে পড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি আমি ফিরিয়ে দেব। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে ভায়াপাম কাণ্ডে এত মৃত্যু, এখনও বিচার হয়নি। নিট-এ অভিযোগ উঠলেও পরীক্ষা বাতিল হয়নি। তাহলে বাংলাকে কেন নিশানা করা হচ্ছে? কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ছাঁটাই হওয়া শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, আপনারা বাংলা, আপনারা প্রতিভা, আপনাদের ভয় পাচ্ছে ওঁরা। মে মাস নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। মোট ৪৪,২০৩টি শূন্যপদে নিয়োগ হবে। বয়সের ছাড় দেওয়া হবে প্রাক্তন প্রার্থীদের জন্য। কিন্তু বহু প্রাক্তন প্রার্থী ফের পরীক্ষায় বসার বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের দাবির ভাষ্য, আমরা নতুন করে পরীক্ষা দেব না। আমাদের দাবি একটাই, আমাদের চাকরি ফেরত দিতে হবে। বিষয়টি এখন পুরোপুরি আইনি পথে। তবে রাজনৈতিক ময়দানে এই রায় বিরোধীদের হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বড় অস্ত্র তুলে দিল বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে আমূল বদল জেলেনস্কির

যুদ্ধ বিরতির জন্য পুতিনের সঙ্গে শর্তহীন বৈঠকে সম্মতি !

ওয়াশিংটন, ১৯ অগস্ট ।। সেই ঝাঁজ আর দেখা গেল না। বরং রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতিতে দিনরাত পরিশ্রমের জন্য ভলোদিমির জেলেনস্কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসায় মুখর হলেন, সাথে একাধিকবার ধন্যবাদও জানালেন। একইসাথে রাশিয়ার সাথে আলোচনাতেও সম্মতি দিয়েছেন। তবে, আগাম কোন শর্ত চাপানো চলবে না, তা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের মধ্যস্ততায় রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে চলমান অস্থিরতা কাটিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে চলেছে, এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে আবার একমঞ্চে এলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তবে এ বার আর বিতণ্ডা নয়, বরং গঠনমূলক আলোচনাই হয়ে উঠল হোয়াইট হাউসের বৈঠকের মূল সুর। ইউরোপীয় নেতাদের উপস্থিতিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ইউক্রেনের নিরাপত্তা ও যুদ্ধবিরতির চেষ্টা।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলেনস্কি জানান, ইউরোপীয় অর্থসাহায্যে আমেরিকা থেকে প্রায় ৯০০০ কোটি ডলারের অস্ত্র কিনবে ইউক্রেন। যদিও এখনও চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি, তবে আগামী ৭-১০ দিনের মধ্যেই তা সম্পন্ন হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

এই আলোচনার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে সরাসরি বৈঠকের সম্ভাবনা। ট্রাম্প নিজেই জানান, এই বৈঠকের আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। পরে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক (আমেরিকা, রাশিয়া, ইউক্রেন) হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য রাশিয়াই আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ইউক্রেনও তাতে সম্মত। তবে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, বৈঠকের আগে কোনও শর্ত চাপানো চলবে না। কারণ শর্ত চাপালে আলোচনায় বাধা আসবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় জেলেনস্কির সঙ্গে ছিলেন ইউরোপীয় শক্তিধর নেতারাফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মার্জ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন এবং নেটো প্রধান মার্ক রুট। বৈঠকে ইউক্রেনের নিরাপত্তা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন নিয়ে

দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য বিজেপি জনজাতি মোর্চার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ অগস্ট ।। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার নয়া দিল্লির সংসদ ভবনে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির জনজাতি নেতৃত্ব, রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্ববৃন্দ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বৈঠকে মূলত ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন, বিশেষ করে জনজাতি সমাজের আর্থসামাজিক অগ্রগতি, এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিনিধিদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং আশ্বাস দেনত্রিপুরার উন্নয়ন, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের বিজেপির সংযোজক সম্বিত পাত্র, ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বিধায়ক রাম পদ জমাতিয়া সহ রাজ্যের বিধায়ক ও বিজেপির বরিষ্ঠ নেতৃত্ব।আসন্ন সহশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বৈঠকে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারের রণকৌশল, এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বৈঠক বিজেপির আগামী দিনের নির্বাচনী কৌশল ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৫ দিন রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। আগামী ২১ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি, ২৪ এবং ২৫ আগস্ট গোমতী ও সিপাহীজলা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাছাড়া, বজ্রবিদ্যুৎ সহ দমকা হাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল। মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আগামী ২১ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করেছে। পাশাপাশি আগামী পাঁচদিন আগামী পাঁচদিন ত্রিপুরায় বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

মিছিলের অনুমতি না পেয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি হগব'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচ.বি.রোড)- র উদ্যোগে আজ রাজধানী আগরতলায় ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সারা রাজ্য থেকে এই আন্দোলনের শামিল হতেন বাম শিক্ষকেরা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই আন্দোলনের অনুমতি দিল না প্রশাসন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের এহেন ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিলেন ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচ. বি রোড)।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির নেতৃত্ব জানিয়েছেন, গত দু মাস ধরে গোটা রাজ্যে পোস্টারিং এর মাধ্যমে এই মহা মিছিলের প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও আটটি জেলাতেই জেলাস্তরের শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ৯ দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা। আজ গোটা রাজ্যের ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির সদস্যদের উপস্থিতিতে আগরতলায় এক মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী বেশ কয়েকদিন আগেই প্রশাসনের নিকট অনুমতি চেয়ে আবেদন পত্র জমা করা হয়েছে। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যার পর বিক্ষোভ মিছিলের কয়েক ঘন্টা আগে একটি চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেয় মিছিলের জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে প্রশাসনের এহেন ব্যবহারে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এই মহা মিছিল ভেস্তে দিলেও আগামী কিছুদিনের মধ্যে আরও বৃহত্তর আকারে এই আন্দোলন সংঘটিত করা হবে বলে জানিয়েছেন সমিতির নেতৃত্বরা।

এই নয় দফা দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, শিক্ষক শিক্ষিকাদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডি এ) অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে। অনতিবিলম্বে ত্রিপুরা রাজ্য বেতন কমিশন গঠন করে কেন্দ্রিয় হারে বেতন ভাতার পূর্নবিন্যাস করতে হবে। টি আর বি টি'র মাধ্যমে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মহারাজা বীর বিক্রমের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী

তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে অবহিত করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। মাণিক্য রাজ বংশের শেষ রাজা মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ছিলেন সত্যিকারের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর দূরদর্শী চিন্তাভাবনায় রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজার, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু হওয়ার পাশাপাশি অভূতপূর্ব উন্নতিও ঘটেছিল। তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারা রাজ্য ও প্রজার কল্যাণে নিবিষ্ট ছিল। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শচীন কলইকে এবছরের মহারাজা বীরবিক্রম স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পুরস্কার হিসেবে তাকে স্মারক, মানপত্র এবং ১ লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মহারাজের জন্মবার্ষিকীতে মোদি, শাহ, নাড্ডার শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি, মহারাজার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা।

আজ সকালে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। ত্রিপুরার উন্নয়নে তাঁর অনুকরণীয় ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের ছোবলে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ আগস্ট।। চাকমাঘাটের তুইকর্মা এলাকায় বিদ্যুতের ছোবলে গুরুতর আহত হলেন দুই যুবক। আহতদের নাম সেন্টু দেববর্মা (৩৬) ও বিশ্বজিৎ দেববর্মা (৩১)।

ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাত প্রায় ৯টার সময়। জানা যায়, চাকমা ঘাট বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই রাস্তার পাশে থাকা ট্রান্সফরমারের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন দুই যুবক। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাদের দ্রুত উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ আগস্ট।। চাকমাঘাট ব্যারেজ সংলগ্ন তুইমধু এলাকার পশ্চিম মুসলিম পাড়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ৭০ বছরের বেশি বয়সী জবেদা বিবি। ঘটনাটি ঘটে গত দুইদিন আগে। ঘরের ভেতরে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে মুহূর্তেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান জবেদা বিবি। এ মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা গ্রামজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।

মঙ্গলবার বিকেলে নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে উপস্থিত হন খোয়াই জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রশিদ মিয়া। সঙ্গে ছিলেন সংগঠনের একাধিক কর্মী ও সমর্থক। তাঁরা শোকাহত পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রশিদ মিয়া বলেন, "বর্তমান বিজেপি সরকার রাজনৈতিক দল-মত নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। জবেদা বিবির অকাল মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম পাড়া শোকাহত।"

এদিকে এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা গভীর শোকপ্রকাশ করে মৃতার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে আর্থিক সহায়তার হাতও বাড়িয়ে দেন তিনি। সরকারি উদ্যোগে এবং মন্ডল স্তরে পরিবারের পাশে দাঁড়ানো হয়েছে বলে জানা গেছে,স্থানীয়দের মতে, জবেদা বিবি ছিলেন সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন প্রবীণ। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার যেমন ভেঙে পড়েছে, তেমনি শোকাহত সমগ্র এলাকাবাসী।

বিশালগড়ে নেতাজির মূর্তি ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ আগষ্ট।। বিশালগড় ব্রীজ চৌমুহনি সংলগ্ন স্থানে অনেক বছর আগে বিশালগড় নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে একটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি বসানো হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ওই মূর্তিটির সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মুখাবয়বের কোনো সামঞ্জস্য নেই। ফলে নেতাজিকে যথাযথ সম্মান না দিয়ে বরং তাঁর স্মৃতির অবমাননা করা হয়েছে বলে জনমনে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

বিশালগড় বাজার থেকে শুরু করে পার্শবর্তী এলাকার মানুষ একবাক্যে বলছেন মূর্তিটি নেতাজির প্রকৃত রূপের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া তিনটি বাইক, স্বর্ণালংকার সহ আটক ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। চুরি যাওয়া তিনটি বাইক, স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। সাথে চারজন চোরকে আটক করা হয়েছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়।

ঘটনার বিবরণে এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় বলেন, গতকাল রাতে পুলিশ বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। ওই এলাকায় ছিনতাইকারী ও চোরদের আনাগোনা ছিল। তাদের কাছে ধারালো অস্ত্র ছিল। ওই অভিযানে পুলিশের উপর আক্রমন চালিয়েছে ছিনতাইকারীরা। তাতে এক পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে দুই যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। কিন্তু বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ২০ আগস্ট ২০২৫ ইং
৩ ভাদ্র, বুধবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

চাপ বাড়িল আমেরিকার

ভারত ও চীনের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতে আমেরিকার উপর নানাভাবে চাপ বাড়িয়াছে। তাতে আমেরিকা অনেকটাই অস্বস্তিতে পড়িয়াছে। ভারত ও চীন নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষা করিতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই ধরনের পরিকল্পনার ফলে ভারত এবং চীন উভয় দেশ আর্থিক দিক দিয়া লাভবান হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এই ধরনের পদক্ষেপ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে। আমেরিকার কল্যাণে হোক অথবা নিজেদের স্বার্থে, ফের একবার কাছাকাছি আসিবার মতো জায়গা তৈরি হইয়াছে ভারত-চিন সম্পর্কে। আর এশিয়ার দুই সর্ববৃহৎ দেশ যদি সম্পর্কের শৈত্য কাটাইয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে পশ্চিমী বিশ্বের জন্য তাহা যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ হইবে। কারণ ভারত-চিনের কাছাকাছি রহিয়াছে রাশিয়াও। চিন এইবার ভারত থেকে সার, দুষ্প্রাপ্য খনিজ এবং টানেল বোরিং মেশিন রফতানির উপর আরোপ করা বিধিনিষেধ তুলিয়া নিতে সম্মত হইয়াছে। এই পদক্ষেপ ভারতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের মধ্যে আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।ওয়াং ই ভারত সফরে আসিয়া জয়শঙ্করকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, বেজিং এই তিনটি পণ্যের বিষয়ে নয়াদিল্লির অনুরোধে সাড়া দিবে। এটি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করিবার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। এদিন মঙ্গলবার ওয়াই ই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।এই বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর আগে সারের উপর চিনের নিষেধাজ্ঞার কারণে ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট সরবরাহে বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। এছাড়া, ভারতের পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় টানেল বোরিং মেশিনও আটকে ছিল, যাহার মধ্যে চিনে তৈরি বিদেশি কোম্পানির সরঞ্জামও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভারতের অটোমেটিক এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্প বারবার দুষ্প্রাপ্য খনিজের ঘাটতি নিয়া উদ্বেগে ছিল। যাহা উৎপাদনের ঝুঁকিও বাড়িয়াছিল। তবে সেই সমস্যা এবার মেটার পথে।চলতি বছরের এপ্রিলে চিন সাতটি দুষ্প্রাপ্য খনিজের জন্য বিশেষ রফতানি লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করিয়াছিল। সেই নিয়মই তুলিয়া নেওয়া হইতেছে।বাজাজ অটোসহ অন্যান্য গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা দুষ্প্রাপ্য খনিজের ঘাটতির কারণে উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হইয়াছিল। বর্তমানে, কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প মন্ত্রক দেশীয়ভাবে দুষ্প্রাপ্য খনিজ উৎপাদনে উৎসাহ দিতে ১,৩৪৫ কোটি টাকার একটি ভর্তুকি প্রকল্প চালু করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে। ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করিতে উভয় দেশ যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা ওই দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষার পাশাপাশি দু দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে তাহা পরিবার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই ধরনের সিদ্ধান্ত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

কাশ্মীরে মেঘভাঙা বৃষ্টি কিশতওয়ারে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬২, এখনও নিখোঁজ ৪১ জন

কিশতওয়ার, ১৯ আগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলার চিসোটি গ্রামে গত সপ্তাহের বিধ্বংসী মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বান (ফ্ল্যাশ ফ্লাড)-এর পর উদ্ধার ও ত্রাণকার্য পঞ্চম দিনেও জোরকদমে চলছে। আকাশবাণী জম্মুর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২-এ। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও ৪১ জন নিখোঁজ রয়েছেন এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাঁরা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছেন।

উদ্ধারকারী দলগুলির আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিরোধী দলনেতা সুনীল শর্মা জানান, 'এই দুর্যোগের ব্যাপ্তি সত্যিই অভাবনীয়।' তাঁর সঙ্গে ছিলেন আইজিপি জম্মু এবং ডিভিশনাল কমিশনার জম্মুও।

এদিকে, সেনাবাহিনী দ্রুততার সঙ্গে একটি বেইলি ব্রিজ নির্মাণ করেছে দুর্গত এলাকায়, যা দুর্গম অঞ্চলে সংযোগ রক্ষা ও উদ্ধারকাজ ত্বরান্বিত করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, পুলিশ, এসডিআরএফ, সিআইএসএফ এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা একযোগে কাজ করে চলেছেন। কখনও ভারী যন্ত্রপাতি, কখনও বা হাতে কুপিয়ে মাটি খুঁড়ে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করে খোঁজ চালানো হচ্ছে জীবিতদের। বহু পরিবার এখনও প্রহর গুনছে নিখোঁজ প্রিয়জনের খবরের জন্য।এই শোকাবহ পরিস্থিতিতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও ত্রাণ সংস্থাগুলি খাদ্য, জল ও চিকিৎসা সহায়তা দিচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণ সহায়তা দেওয়া হবে।

মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

নতুন দিল্লি, ১৯ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের অনন্য ভূমিকা আজও স্মরণীয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, "দারিদ্র দূরীকরণ, জনকল্যাণ এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহারাজার অঙ্গীকার ও নিষ্ঠা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।"

উল্লেখযোগ্যভাবে, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজত্ব করেন। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে তিনি সুপরিচিত। শিক্ষা, অবকাঠামো এবং সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান ত্রিপুরার ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছে।

ঠাকুরবাড়ির চায়ের মজলিস

ঠাকুরবাড়ির রমরমার দিন শুরু হয়েছিল দ্বারকানাথের হাতে। দ্বারকানাথ একদিকে যেমন জ্ঞানী, গুণী, আভিজাত্যময় শিল্পীমনের পুরুষ, তেমনই অন্যদিকে ছিলেন প্রকৃত ব্যবসাদার মানুষ। ব্যবসার জন্যই সাহেব-সুবোকে ডেকে বাড়িতে মজলিশ বসাতেন। বিশাল জমিদারি সামলানোর পাশাপাশি পাট, চিনি, আফিম, নীলের ব্যবসা বা জাহাজের ব্যবসা কি ছিল না তাঁর, তেমনই তাঁর চায়ের ব্যবসাও ছিল। বিলেতে তখন চায়ের খুব কদর। বিলেতে চা রফতানির প্রয়োজনেই অসমের বাগানে চা আবিষ্কার হল। এই চা আবিষ্কারের বছর দশেক পরে ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিংক ভারতের চায়ের ব্যবসার অনুমোদন দিলেন। দ্বারকানাথ আর দেরি করলেন না। অমনি চা ব্যবসা শুরু করেন। বাগিচা শিল্পের প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি। তিনিই অসমের চা প্রথম কলকাতায় এনে ইংল্যান্ডে রফতানি করেছিলেন। যে বাড়ি থেকে চায়ের ব্যবসা চলে, সে বাড়ির লোকেরা চা-পানে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এ আর নতুন কথা কি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা ছিলেন মজলিশি মানুষ। অবনীন্দ্রনাথের 'আপনকথা'য় পাই গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে পাঁচ নম্বর বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দার সামনে লম্বা ঘরে সকালের দিকে চায়ের মজলিশ বসত। গুণেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক সাহেবসুবোর ভাব-সাব ছিল। একেক দিন সাহেবসুবোরাও আসত সেই চায়ের মজলিশে। সেদিন সেখানে পেয়ারী বাবুর্চি উর্দি পরে তকমা ঝুলিয়ে ফিটফাট হয়ে হাজির থাকত সকাল থেকে। ছটেদের কোট-প্যান্ট পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হত দূরে। চায়ের টেবিলে রাখা থাকত চায়ের পেয়ালা, কাচের প্লেট, মাখন, পাউরুটি, বিস্কুট।

গুণেন্দ্রনাথ মারা যাবার পরও চায়ের মজলিশ উঠল না। গুণেন্দ্রনাথের তিন ছেলে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। তিন গুণী মানুষ। তাঁদের বাড়িতে তখনও আসতেন বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ। গগনেন্দ্রনাথের মেয়ে পূর্ণিমা ঠাকুর স্মৃতিচারণে বলেছেন, ক্যালকাটা ক্লাবের মাধ্যমে অনেক সাহেবের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের। তাঁদের বাড়িতে প্রায় সব লাট সাহেবই এসেছিলেন। বাংলার প্রথম ছটোলাট লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল গগনেন্দ্রনাথের। ছটোলাট তাঁদের বাড়িতে আসতেন বিকেলের দিকে। ঘটোলাটের আসার খবর দুপুরের দিকে তাঁর সেক্রেটারি ফোন করে জানালেই বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। দারোয়ান, চাকর, বেহারা সব পরিষ্কার হয়ে হাজির থাকত। লাইব্রেরি ঘরে বসত চায়ের আসর। চারিদিকে দেশি ধরনের কৌচ কেদারা দিয়ে সাজানো থাকত সে ঘর। গগন্দ্রেনাথ একলা অপেক্ষা করতেন সেখানে। অন্য দুই ভাই চলে যেতেন বাগানে। লাট সাহেবের গাড়ি এলেই গগনেন্দ্রনাথ এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। কারমাইকেল কিন্তু কৌচ কেদারায় না বসে গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গদিতে বসে গল্প করতেন, গড়গড়ায় তামাক খেতেন। বাড়ির তৈরি চিড়েভাজা, কড়াইশুটি দিয়ে খেতে খুব ভালবাসতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের হাতে তৈরি চিড়েভাজা টিনের কৌটোয় করে বিলেতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়িতে এলে নীচে রাস্তায় দুজন বডিগার্ড ঘোড়ায় চড়ে টহল দিয়ে বেড়াত। সময় হয়ে গেলে খবর পাঠাত। কিন্তু সাহেব কিছুতেই উঠতেন না। গল্পই করে যেতেন। ডিনারের টাইম হয়ে গেলেও তাঁদের দুই বন্ধুর গল্প শেষ হত না।

ঠাকুরবাড়ির আর এক মজলিশি মানুষ ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। স্বামীজি যখন দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন যতীন্দ্রমোহন স্বামীজি, নিবেদিতা এবং আরও কয়েকজনকে তাঁর সিঁথির বাগানবাড়ি মরকত কুঞ্জে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ১৮৯৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে ঘটনাটি জানা যায়। যতীন্দ্রনাথ চিরকুট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতা জানিয়েছেন, মরকত কুঞ্জের ড্রইংরুমটি ছিল একেবারে প্রথম শ্রেণির ইউরোপীয় রুচি ও বুদ্ধিতে সজ্জিত রাজকীয় কক্ষতুল্য। সেদিন ওই কক্ষের বাইরের বারান্দায় চায়ের টেবিলে চা পান করেছিলেন তাঁরা। চায়ের সঙ্গে আড্ডার একটা গভীর যোগ আছে। কত কিছুই যে ঘটেছে এই চায়ের আড্ডায়। চা-কে কেন্দ্র করে ঘটেছে নক্ষত্র সমাবেশ। মরকত কুঞ্জের চায়ের আসরের কদিন আগেই একটি ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডা বসিয়েছিলেন নিবেদিতা। নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হয়ে ওঠার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাত্র একবারই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর সে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডাতেই। ১৮৯৯ সালের ২৮ জানুয়ারি এই চায়ের আড্ডাটির আয়োজন করেছিলেন নিবেদিতা বিবেকানন্দেরই অনুরোধে। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, তিনি যদি তাঁর ব্রাহ্ম-বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে আনতে পারেন তাহলে তিনিও সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন।

সেই নির্দেশ পেয়েই নিবেদিতা চায়ের আসরের আয়োজন করেছিলেন। সে আড্ডায় নিমন্ত্রিত ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, সস্ত্রীক ড. প্রসন্নকুমার রায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সরলা ঘোষাল, তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে আড্ডায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি বসাতে পেরেছিলেন নিবেদিতা। দিনটি ছিল ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৯, শনিবার। নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায়, সন্ধ্যার সেই চায়ের আড্ডার মনরোম পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গানও করেছিলেন। তাঁর একটি গান ছিল 'বেলা গেল তমোর পথ চেয়ে'। গানটির শেষে ছিল 'এসো শান্তি' কথা দুটি। নিবেদিতা ভেবেছিলেন গানটি বোধ হয় এই চায়ের আসরের জন্যই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এই আসরের তিন বছর আগেই ২৪.৯.১৮৯৫ তারিখে গানটি রচিত হয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের সদস্য স্বর্ণকুমারীর বাড়ির চায়ের আসরেরও সুনাম ছিল সাহিত্য মহলে। অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষের পদধূলি পড়েছিল তাঁদের বাড়িতে। সরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতায়'য় লিখেছিলেন, তাঁর যখন উনিশ বছর বয়স তখন তিনি ভারতীতে কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের সুন্দর জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি লেখিকাকে ধন্যবাদ দিয়ে একটি চিঠিও লিখেছিলেন এবং নিজের লেখা সেই এক সেট বই সরলাকে উপহারও দিয়েছিলেন।

এরপর একদিন স্বর্ণকুমারী তাঁর কাশিয়াবাগানের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন চায়ের সমঝদার। জানকীনাথও তাই। স্বর্ণকুমারীর বাড়ির চা বঙ্কিমচন্দ্রের খুব ভালো লাগে। সেকথা তিনি স্বর্ণকুমারীকে জানালে স্বর্ণকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে চায়ের একটি প্যাকেট ও একগুচ্ছ গোলাপ ফুল উপহার পাঠিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই আসতেন স্বর্ণকুমারীর চায়ের আসরে। সঙ্গে তাঁর দুই নাতিকেও আনতেন। শুধু বাঙালি বা ভারতীয়েরাও নন, স্বর্ণকুমারীর বাড়ির চায়ের আসরে যোগ দিয়েছিলেন ইউরোপীয়রাও। স্বর্ণকুমারী নিজে যেমন ইউরোপীয়ানদের ডাকা পার্টিতে যেতেন, তেমনই তাঁর বাড়িতেও ইউরোপীয়ানদের নিমন্ত্রণ করতেন। ইউরোপীয়ানদের অভ্যর্থনার জন্য তাঁর বাড়িতে বিশাল ড্রয়িংরুম ছিল। ঘরটি চেয়ার টেবিল দিয়ে সজ্জিত ছিল। সেখানেই অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন তিনি। অতিথিরা এলেই প্রথমে তিনি সুন্দর জাপানি কাপে চা পরিবেশন করতেন। চায়ের পরেই আসত টা। কেক, স্যান্ডউইচ, ফ্রায়েড রাইস, বিস্কিট উইথ হটচিজ, স্যালাড, ফ্রুট, ক্রিম, শরবৎ প্রভৃতি নানারকম খাবার একে একে আসতে থাকত অতিথিদের জন্য। স্বর্ণকুমারী নিজে অতিথিদের খাবার দিয়ে যেতেন যতক্ষণ না তাঁরা বাধা দিতেন। (Introduction E.M. Lang– An Unfinished Song— ১৯১৩, London– P.৬)

বাঙালির জীবনে এমন কোনও বিষয় নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া পড়েনি। তাই চা নিয়ে যে তিনি লিখবেন এ আর বেশি কথা কি। চা-পানের বিষয়ে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন তিনি। জোড়াসাঁকোর লালবাড়ি অর্থাৎ বিচিত্রা বাড়িতেও বসত চায়ের আসর। সে বাড়ির দোতলায় রবীন্দ্রনাথের বসার ঘরে এখনও আছে একটি টি-টেবিল ও তিনটি কেদারা। শান্তিনিকেতনে যে চা চক্র বা চায়ে পরিপূর্ণ আড্ডা বসত তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'চাক্র'। এমনকী এই চা-চক্র বা 'চাক্রে'র প্রবর্তনের দিনে লিখেছিলেন একটি গানও। যা পরে লিপটন টি কোম্পানির বিজ্ঞাপনেও সাদরে ব্যবহৃত হয়েছিল : হায় হায় হায় / দিন চলি যায় / চা স্পৃহা চঞ্চল / চল, চল হে! / টগবগ-উচ্ছল / কাথলিতল-জল / কল কল হে! / এল চিনগগন হতে / পূর্বপবনস্রোতে / শ্যামলরসধরপুঞ্জ, / শ্রাবণবাসরে / রসঝরঝর ঝরে / ভূঞ্জ হে ভূঞ্জ / দলবল হে!' গানের এর পরের অংশটি আরও মজাদার। সেখানে রবীন্দ্রনাথ পুঁথি বিশারদ, গণিতবিদ, কাব্যরসিক, চিত্রকর, বাউণ্ডুলে থেকে শুরু করে এমনকী শশব্যস্ত হিসাবরক্ষকদেরকেও কর্মজীবনের গ্লানি চটপট ভুলবার জন্য চা পানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। গানটি মুদ্রিত আছে 'প্রহাসিনী' কাব্যগ্রন্থে।

চা ছিল কবিগুরুর একটি প্রিয় পানীয়। রবীন্দ্রনাথ জাপানি চা খুব পছন্দ করতেন। পছন্দ করতেন জাপানিদের চা-পানের রীতিটিকেও। এজন্য তিনি যখন জাপান গিয়েছিলেন তখন প্রতিদিনই তাঁর জন্য 'টি সেরিমনি'র আয়োজন করা হয়েছিল। কবির লেখা 'জাপান যাত্রীর ডায়েরি' পড়লে বোঝা যায় কেন তিনি জাপানি চা পানের রীতিকে এত পছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও মনসংযোগ না থাকলে জাপানি চা তৈরি করা যায় না। তাই তিনি লিখেছিলেন, দেখেছি, শরীর মনকে একান্ত সংযত করে নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর উন্মাদনা নয়। কোথাও লেশমাত্র অমিতাচার নেই। সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করাই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য। জাপানি রীতিতে চায়ের আসর ঘেরা থাকে একটি সাদা পর্দায়। মাঝে মাঝে জাপানি নকশা। মাঝে একটি টেবিলে থাকে জাপানি রীতিতে চা তৈরির সরঞ্জাম ওকামা (জল গরম করার পাত্র), হিসাকু (বাঁশের হাতল দেওয়া লম্বা হাতা), চাওয়ান (চা পানের পাত্র), আর নাৎ সুমে (তৈরি চা ঢালার পাত্র)। চাওয়ানের গায়ে থাকে সুদৃশ্য আলপনা। চা তৈরির আগে অতিথিরা এসে বসেন। একেবারে ডানদিকের আসনে যিনি বসেন তিনিই জাপানি রীতিতে প্রধান অতিথি। অতিথিরা সবাই আসন গ্রহণ করলে সাদা পর্দা সরিয়ে আসেন চা-মাস্টার। জাপানে বিভিন্ন ঘরানায় চা তৈরি হয়। চা-মাস্টারও বিভিন্ন ঘরানার হন। চা তৈরির আগে মাস্টার প্রত্যেক অতিথির কাছে নিয়ে যান মিষ্টির প্লেট। মিষ্টি বিলির পর শুরু হয় চা তৈরির দীর্ঘ প্রক্রিয়া। প্রথমে দীর্ঘক্ষণ ধরে সাদা রুমাল দিয়ে চায়ের সরঞ্জাম মোছা হয়। তারপর ওকামায় জল গরমের পালা। আগে কাঠকয়লায় জল গরম হত। বর্তমানে ব্যবহার করা হয় আগুন জ্বালাবার আধুনিক পদ্ধতি। হিসাকু দিয়ে সেই গরম জল তুলে অন্য সরঞ্জাম ও পাত্রগুলি ধুয়ে নেন মাস্টার। পাশের পাত্রে সেই ধয়ো জল ফেলে ফের মুছে নেন চাওয়ান। তারপর তাতে গরম জল ঢেলে সুদৃশ্য বাঁশের দণ্ড দিয়ে মেশানো হয় জাপানি চা। সেই চা প্রথম দেওয়া হয় প্রধান অতিথির হাতে। রীতি হল অতিথি যতক্ষণ চা পান করবেন ততক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন চা মাস্টার। পান শেষ হওয়ার পর চাওয়ান ফিরিয়ে নিয়ে অন্য অতিথিকে চা দেন চা-মাস্টার। আমাদের মতো সবাই একসাথে চা পানের রীতি নেই জাপানি চা-পানের প্রথায়। জাপানিদের কাছে চা তৈরি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। জাপানিরা চা বানানোকে ধর্মানুষ্ঠানের মতো সাধনা মনে করেন। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা বাড়িতে একবার জাপানি টি সেরিমনির আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন জাপান থেকে কবির কাছে আসতেন অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষ। তাঁদের জাপানি প্রথায় চা-পানে নিমন্ত্রণ করলেন কবি। সেই উপলক্ষে বিশেষ আকৃতির চায়ের সরঞ্জাম তৈরি করা হল। কাঠের চুলার বদলে দোতলায় কয়লার চুলির বিশেষ ব্যবস্থা হল। এখনও সেখানে কৃত্রিম কয়লার আগুন, কেটলি ও কাঠের তৈরি চামচ আর কয়েকটি মগ রাখা আছে। যে বিছানায় বসে অতিথিরা সময় কাটিয়েছিলেন সেই বিছানায় এখনও শোভা পাচ্ছে কবির সঙ্গে তোলা সেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি। শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে কবির কোণার্ক বাড়ির লাল বারান্দাটি ছিল চায়ের আসরের জন্য বিখ্যাত। বহু গণ্যমান্য অতিথিদের জন্য বহুবার এই বারান্দাতেই পাতা হয়েছিল চায়ের টেবিল। যেবার জওহরলাল সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে এলেন, উঠেছিলেন এই কোণার্ক বাড়িতে। লাল বারান্দাতেই বসল চায়ের আসর। একবার জাপান থেকে এক অতিথি দম্পতি এলেন আশ্রমে। শুরুদেবকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরা জাপানি প্রথায় 'টি সেরিমনি'র আয়োজন করেছিলেন এই লাল বারান্দাতেই।

খুব সকালেই চা পান করতে অভ্যস্ত ছিলেন কবি। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যখন থাকতেন তখন খুব ভরোবেলা অন্ধকার থাকতেই উনুন ধরিয়ে কবির জন্য চা করে দিত কবিভৃত্য বনমালী। গুরুদেবের চা ছিল একটু অভিনব। কেটলি ভরা গরম জলে কয়েকটা চা-পাতা ফেলা হত, চায়ে রঙ সামান্য একটু ধরলেই পেয়ালার অর্ধেকটা সেই চা ঢেলে বাকি অর্ধেক দুধে ভর্তি করে নিতেন কবি। দু-চামচ চিনি দিতেন তাতে। চায়ের সঙ্গে আসত মাখন-পাউরুটি, একটু মুড়ি কিংবা আদার কুচি বা গুড় দিয়ে কল বেরোনো ভিজে মুগ বা ছোলা, কোনওদিন বা একটা আধ সিদ্ধ ডিম। এ-দেশি উজ্জ্বল সোনালি রঙের চা হলে তিনি তারিফ করতেন। আর পছন্দ করতেন চিন দেশ থেকে আনা শুকনো বেল, যুঁই-এর চা। গরম জল পড়লেই শুকনো ফুলের পাপড়িগুলো খুলে যেত। একবার গুরুদেবের কাছে চিন দেশ থেকে এল গ্রিন টি। সেই চায়ের পাতার ওপর গরম জল ঢাললে চায়ের রঙ হত ফিকে হলুদ। সেই চা খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথের রসিকতা ছিল জগৎ বিখ্যাত। বনমালীকে নিয়েও তিনি রসিকতা করতে ছাড়তেন না। একবার অতিথি এসেছেন কবির কাছে। কবি বনমালীকে তাড়াতাড়ি চা করে আনতে বলেছেন। কিন্তু বনমালী আসতে দেরি হচ্ছে। কবি রসিকতা করে কপট বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললেন, 'চা-কর বটে, কিন্তু সু-কর নয়'।

কবির লেখা একটি গানের লাইনে আছে সব পথ এসে মিলে গেল শেষে। ঠাকুরবাড়ির নানা মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতন। তাই শান্তিনিকেতন হয়ে উঠল বাঙালির পীঠস্থান। দু-চার জন বাঙালি যেখানেই জড়ো হবে, সেখানেই শুরু হবে আড্ডা। শান্তিনিকেতনও তার ব্যতিক্রম নয়। শান্তিনিকেতনে বিকেলবেলা কবির ঘরে চায়ের টেবিল ঘিরে অধ্যাপকদের আড্ডা বসত। কাঁচের বা সেরামিক কিংবা বনো চায়নার সূক্ষ কাজ করা টি সেট সাজানো থাকত চায়ের টেবিলে। বেতের ঝুরিতে সাজানো থাকত নানারকম ফল। থাকত মিষ্টিতে ভরা পাত্র। সে আড্ডায় অতিথিদের জন্য চায়ের সঙ্গে নানারকম বিস্কুট, কেক, মাখন পাউরুটি, নানারকম মিষ্টি, ফল ইত্যাদি পরিবেশিত হত।

একবার চিকিৎসাবিদ্যার গবেষক কলকাতার বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সদস্য ডা. জ্যোতিপ্রসাদ সরকার এসেছেন শান্তিনিকেতনের বিকেলের চায়ের আসরে। কবির নির্দেশে বড় থালা ভর্তি শান্তিনিকেতন খ্যাত পান্তুয়া সাজিয়ে রাখা হল তাঁর সামনে। পান্তুয়া শেষ হতে দেরি হল না। জ্যোতিপ্রসাদ খেয়ে ভেবেছিলেন পান্তুয়াগুলি বুঝি ছানার তৈরি। পরে তাঁর ভুল ভাঙিয়ে দেন কবি নিজেই। সেই পান্তুয়াগুলি ছিল ওলের তৈরি।

কবি বিকেলে চায়ের সঙ্গে খেতেন মাখন-পাউরুটি। বিকেলের এই চায়ের আড়ায় মাঝে মাঝেই যেতেন ভোজেন রসিক প্রমথনাথ বিশী। চায়ের আড়ায় চা খাওয়ার আগে কবি বেশ আয়েশ করে খেতেন কাঁচের গ্লাসে করে সোনার বর্ণ নিমপাতা সিদ্ধ জল। অধ্যাপকদের অনেকেই সেই নিমপাতার রসকে পেস্তার শরবত ভেবে ভুল করতেন। প্রমথনাথ বিশী এবং আচার্য ক্ষিতিমাহন সেন চায়ের আড্ডায় এসে পেস্তার শরবত ভেবে নিমপাতার রস খেয়ে বেজায় বিপদে পড়েছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা কিন্তু যেমন তেমন চা মুখে তুলতেন না। বিদেশ থেকে আনানো দামি কাপে পরিবেশিত হত দামি চা। তবে ব্যতিক্রমও ঘটেছিল। এবার সেই ব্যতিক্রমের কথাটি বলেই শেষ করি। সে গল্প শুনিয়েছেন জসীমউদ্দিন। জসীমউদ্দিন এককালে থাকতেন ঠাকুরবাড়িতেই। একবার পুঁথি কিনতে মেছুয়াবাজারের কোরবান আলী সাহেবের পুঁথির দোকানে গেছেন অবনীন্দ্রনাথ আর জসীমউদ্দিন। দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল অবনীন্দ্রনাথের গাড়ি। জোব্বা-পাজামা পরা সুন্দর দেখতে বাদশাজাদাকে দেখে দোকানি তো অবাক। পরিচয় জানার পর দোকানি ব্যস্ত হয়ে মেদুয়াবাজারের এক চায়ের ঠেক থেকে মালাই চা আর পান এনে হাজির করল। ময়লা চায়ের কাপ দেখে জসীমউদ্দিন বললেন, 'উনি এই চা খাবেন না।' কিন্তু দোকানির আন্তরিকতা দেখে তাঁর সেই চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

নানা চোখে সত্যজিৎ

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২ মে উত্তর কলকাতার ১০০ নম্বর গড়পাড় রোডের রায় পরিবারে যাঁর জন্ম সেই বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াণ ঘটে ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল। তাঁর মৃত্যুর পর অতিক্রান্ত হল প্রায় সাতাশটি বছর। শুধুমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেই তিনি খ্যাতির চরমসীমায় পৌঁছাননি, সাহিত্য-সংস্কৃতি আর চিত্রশিল্পের অঙ্গনেও তিনি ছিলেন সমান অগ্রগণ্য।

১৯৫৭ সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের একেবারে শেষ পর্বে সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত', ভিস কন্তি- 'লা নটি ব্লেন্স' আর আকিও কুরোসেয়োর 'ম্যাকবেথ'- এর মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত 'অপরাজিত' ও 'ম্যাকবেথ' যুগ্মভাবে 'গোল্ডেন লায়ন' লাভ করে। এই প্রসঙ্গে মেরি সিটন তাঁর 'পোর্ট্রেট অব এ ডায়রেক্টর সত্যজিৎ রায়' গ্রন্থে লিখেছেন- দীর্ঘকায় সত্যজিৎ রায়ের চমকপ্রদ চিন্তাধারায় সৃষ্ট অপরাজিত এবং কুরসেয়োর ম্যাকবেথ (থ্রোন অব ব্লাড) জিতে নিয়েছিল 'গোল্ডেন লায়ন'। সেইসঙ্গে ভিস কন্তির 'লা নটি ব্লেন্স'- এই ত্রয়ী মিলে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার জিতে নিয়েছিল।

তবে ভিত্তোরিয়া ডেসিকা'র যেমন 'বাইসাইকল থিভস', আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটেলশিপ অব পুটেমকীন', কুরোশয়োর 'রশোমান', তেমনই সত্যজিৎ রায়ের বিশ্বপরিচিতি— তিনি 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টা। প্রথম শ্রেণির চলচ্চিত্র সমালোচক এবং 'সিকোয়েন্স' ও 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড' পত্রিকার এক সময়ের সম্পাদক লিন্ডসে এন্ডারসন সেই সময় লিখেছিলেন- 'পথের পাঁচালী' ইজ এ পিকচার কমপ্লিটলি ফ্রেশ অ্যান্ড পার্সোনাল রিকোয়ার্ড গ্রেট কারেজ অ্যান্ড পার্সিভারেন্স টু মেক। ইট ইজ টু কমপ্লিমেন্ট রায়, নট টু ডিনাই হিজ অরিজিন্যালিটি দ্যাট আই মেনশন নেমস লাইক রেনোয়ার অ্যান্ড ফ্ল্যাহারথি অ্যান্ড ফারটিলাইজিং ইনফ্লুয়েন্স হ্যাস সিওরলি বিন দ্য নিওরিয়্যালিজম অব ডেসিকা'। 'অপরাজিত' ভেনিস-এ 'গোল্ডেন লায়ন অব সেন্ট মার্ক' পাওয়ার পর 'Robert Flaherty-র নামের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। তাঁর বিধবা স্ত্রী ফ্রান্সিস সত্যজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর মেরী সিটনকে লিখেছিলেন— 'রায় শান্ত, অন্তর্মুখী একান্তে থাকা মানুষ, যেখানে বব অশান্ত, উষ্ণ এবং অত্যৎসাহী। আপনি তো জানেনই যে রায়ের উপস্থিতি সবসময় মনে ছাপ রেখে যায়, বিশেষ করে তাঁর ইংরাজি ভাষার স্পষ্ট উচ্চারণ ও প্রয়োগের দক্ষতা আমি খুব কম মানুষকেই দেখেছি। মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে। এমন বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশের অদ্ভুত ক্ষমতার বলেই তিনি 'পথের পাঁচালী'র মতো ছায়াচিত্র নির্মাণ করতে পেরেছিলেন।

এখন প্রশ্ন আসে এতখানি প্রশংসার পাত্র যিনি, তিনি মৃণাল সেনের একটি বক্তব্যে এতটাই ক্ষিপ্ত হলেন যে একটি ইংরাজি পত্রিকায় 'আকাশকুসুম' চলচ্চিত্রটিকে 'a crow film' বলে মন্তব্য করে ফেললেন কেন? আসলে 'নায়ক' ছায়াছবির চিত্রনাট্য সরাসরি রচনা করে উত্তমকুমারকে সেই ভূমিকায় অভিনয় করানোয় চিত্র সমালোচকদের সুরে সুর মিলিয়ে একজন সফল চিত্রপরিচালকের অবনমন-এর ধুয়ো তুলে 'বাণিজ্যিক স্তরে নেমে এসেছেন' জাতীয় মন্তব্য করেছিলেন মৃণাল সেন। 'আকাশকুসুম'-এর সাফল্যে তিনি তখন উদ্বেল। একজন চিত্রপরিচালকের এহেন মন্তব্যে একপ্রকার বাধ্য হয়েই প্রতি আক্রমণে উঠে আসতে হয়েছিল সত্যজিৎ রায়কে। প্রয়োজনে 'ফেঁস' করার নির্দেশ তো স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই দিয়ে গিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায়ের প্রিয়বন্ধু চিদানন্দ দাশগুপ্তের কন্যা অপর্ণা দাশগুপ্ত পরবর্তীকালে যিনি 'অপর্ণা সেন' তিনি সত্যজিতের অনন্য আবিষ্কার। সেই অর্পণাই অভিনয় করেছিলেন 'আকাশকসম'-এ। অথচ সেই ছবিকে 'a crow film' বলেছিলেন সত্যজিৎ রায়- ফলে বোঝাই যায় মৃণাল সেনের ব্যবহারে কতটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

সমকালীন আর এক বিখ্যাত চিত্রপরিচালক 'ঋত্বিক ঘটক' সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে বলেছিলেন, ' আমি মনে করি ভারতবর্ষে ছবির মাধ্যমটাকে যদি কেউ বোঝেন, তবে তিনি হচ্ছেন একমাত্র সত্যজিৎ রায়। দেখুন, মেজে-ঘষে পড়াশুনো করে একটা স্তর পর্যন্ত রগড়াতে রগড়াতে পৌঁছানো যায়। এমনকী হয়তো প্রবন্ধকার বা ইস্কুল মাস্টারের স্তর ছাড়িয়ে একধরনের শিল্পীতেও পরিণত হওয়া যায়, কিন্তু জাতশিল্পী হতে গেলে অন্য আরেকটা এলেম লাগে। একই ভাবে ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'ঋত্বিক মনে-প্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল— আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি। আমার কাছে সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং সেইটেই তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।' এই যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবনত ভাব- মণাল সেনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল সত্য, তবে পরবর্তীকালে বৈরীভাব দূর হয়ে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সত্যজিতের আর একজন কঠোর সমালোচক ছিলেন অভিনেত্রী নার্গিস দত্ত, যিনি সত্যজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে দারিদ্র রফতানির অভিযোগে এনেছিলেন। পঞ্চাশের দশকের প্রথমভাগেই রাজ কাপুর-নার্গিস জুটি নজর কেড়েছিলেন। মধ্যভাগে 'শ্রী ৪২০'— কৌতুক ও রোমান্সের মিশ্রণে চূড়ান্ত পর্বে পৌছায় কিন্তু তারপর রাজ কাপুর, ক্রমশ নতুন নায়িকার সন্ধানে মেতে ওঠেন। ওয়াহিদা রহমান (তিসরি মঞ্জিল), পদ্মিনী (জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়) এবং বৈজয়ন্তীমালা (সঙ্গম)— তাঁর নায়িকার স্থান পূরণ করতে শুরু করেন। নার্গিসি আর কে গ্রেডকশন থেকেই সেই যে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আর কখনওই ফিরে আসেননি। নার্গিসকে এড়িয়ে যে ওয়াহিদা রহমানকে আবিষ্কার করেন রাজকাপুর, সত্যজিৎ রায় তাঁকেই সুযোগ দেন তাঁর অন্যতম চলচ্চিত্র 'অভিযান' (১৯৬২)-এ। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৬৭)-তে তিনি সুযোগ দেন সিমি গারেওয়ালকে। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' (১৯৭৭)-তে সুযোগ পেয়েছিলেন শাবানা আজমি এবং শেষমেশ 'সদগতি' (১৯৮১)-তে অভিনয় করেন স্মিতা পাতিল, কিন্তু সত্যজিৎ একবারের জন্যও নার্গিসকে ডাকেননি। হয়তো নার্গিসের একান্ত ইচ্ছে ছিল সত্যজিতের কোনও ছবিতে অভিনয় করার, কিন্তু সুযোগ না পাওয়ার জন্যই বোধে করি ক্ষোভে ১৯৮০ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর তাঁর বিরুদ্ধে 'দারিদ্র রফতানি'র অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগলে দেন। কেউ কেউ এ ব্যাপারে 'সদগতি'র নাম উল্লেখ করেন, কিন্তু এটি তো নিতান্তই ভারতীয় দূরদর্শন প্রযোজিত চিত্র, যা ১৯৮২ সালের ২৫ এপ্রিল সম্প্রচার করা হয়। এই ছায়াচিত্রটি কীভাবে দারিদ্র রফতানি করতে পারে? প্রধানত সত্যজিতের সমালোচকরা দারিদ্র প্রচারের অভিযোগ তুলতেন 'পথের পাঁচালী' এবং 'অশনি সংকেত'-এর বিরুদ্ধে। প্রথম ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত কান চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ডেনমার্ক-এর 'বদিল' পুরস্কার— মটো এগারোটি পুরস্কার লাভ করে আর তাঁর জীবন-সায়াহ্নে এনে দেয় 'অস্কার'। অপরদিকে দ্বিতীয় ছায়াছবিটি ১৯৭৩ সালে চিকাগোর 'গোল্ডেন হুগো' পুরস্কারে ভূষিত হয়। তা ছাড়া সত্যজিৎ শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়ে ছবি করেন না বা শ্রেণিসংগ্রামের কোনও বার্তা তাঁর ছবি দিতে পারেনি-বামপন্থীদের এই অভিযোগের জবাব দিতেই তিনি 'হীরক রাজার দেশে' আর 'সদগতি' নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

নার্গিসের অভিযোগের জবাব দেওয়ার বদলে তাঁর একটি কার্টুন এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। তিনি ছিলেন শিল্পী। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সহ বহু বিখ্যাত মানুষের রেখাচিত্রও অঙ্কন করেছিলেন তিনি। তাইতো প্রয়াণের দুই দশক পরেও সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মিলন জগতে তিনি অমর হয়ে আছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলার কামান চৌমুহনীতে মন্ত্রী শুক্লা চরণ নওয়াতিয়া মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

ইউরোপের ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান প্রকল্প এসসিএএফ /এফসিএএস-এ ভারতের সম্ভাব্য যোগদান, দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্যে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট : ভারতের বিমান শক্তিতে বিপ্লব আনতে চলেছে ইউরোপের ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান প্রকল্প এসসিএএফ /এফসিএএস। ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই প্রকল্পে যদি ভারত 'পার্টনার কান্ট্রি' হিসেবে যুক্ত হয়, তাহলে দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অংশীদারিত্ব ভারতের জন্য কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এসসিএএফ /এফসিএএস প্রকল্পটি শুধু একটি নতুন প্রজন্মের যুদ্ধবিমান নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ ব্যবস্থা বা "সিস্টেম অব সিস্টেমস"। এই ব্যবস্থার মূল উপাদান হল নিউ জেনারেশন ফাইটার (এনজিএফ), যার সঙ্গে যুক্ত থাকবে এআই-চালিত ড্রোন বা রিমোট ক্যারিয়ার। সবকিছু একটি কমব্যাট ক্লাউড-এর মাধ্যমে যুক্ত থাকবে, যা রিয়েল টাইমে তথ্য আদানপ্রদানে সক্ষম হবে। ফলে এই যুদ্ধবিমান একা নয়, একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত শক্তি হিসেবে কাজ করবে। এই ছয়-প্রজন্মের যুদ্ধবিমানটি ম্যাচ ৫ বা তারও বেশি গতিতে উড়তে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে থাকবে উন্নত স্টেলথ প্রযুক্তি, যার ফলে এটি শত্রু রাডারে ধরা পড়বে না। পাশাপাশি থাকবে লেজার অস্ত্র, ইলেকট্রনিক ওয়াফেয়ার প্রযুক্তি এবং হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারবে।

ভারতের ফ্রান্সের সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা থাকায় এই প্রকল্পে ভারতের 'অবজারভার স্টেট' হিসেবে যোগদানের সম্ভাবনা জোরদার হয়েছে। এতে ভারতের নিজস্ব এএমসিএ(অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফ) প্রকল্পও প্রযুক্তিগতভাবে লাভবান হবে। পাশাপাশি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের অধীনে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্প ইউরোপীয় সরবরাহ শৃঙ্খলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের উদ্বেগ বাড়ছে। পাকিস্তানের বর্তমান যুদ্ধবিমান বহর মূলত পুরনো প্রযুক্তিনির্ভর, যা ভারতের রাফাল ও সুখোইয়ের সঙ্গেও পাল্লা দিতে অক্ষম। আর ভারতের হাতে যদি এসসিএএফ /এফসিএএস-এর মতো অত্যাধুনিক প্ল্যাটফর্ম আসে, তাহলে পাকিস্তানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এআই ও ড্রোন প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি এই যুদ্ধ ব্যবস্থা দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য নিশ্চিত করতে পারে। সব মিলিয়ে, এসসিএএফ /এফসিএএস প্রকল্পে ভারতের সম্ভাব্য অংশগ্রহণ শুধু প্রতিরক্ষা নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার দিক থেকেও এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হয়ে উঠতে চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত শুল্ক উত্তেজনার মাঝেও সহযোগিতার ডাক দিল চীন

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট : গালওয়ানের সংঘর্ষের পাঁচ বছর পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বরফ গলাতে এগিয়ে এল ভারত ও চীন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কযুদ্ধের চাপের মধ্যেই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করলেন চীনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই।

বৈঠকে ড. জয়শঙ্কর বলেন, "আমাদের সম্পর্কের কঠিন সময় পার করেছি, এক্সেলেন্সি। এখন দুই দেশকেই গঠনমূলক ও আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "তিনটি পারস্পরিক নীতি পারস্পরিক সম্মান, সংবেদনশীলতা ও স্বার্থ আমাদের আলোচনার পথ দেখাবে। পার্থক্য যেন বিবাদে না গড়ায়, প্রতিযোগিতা যেন সংঘাতে না রূপ নেয়।"

এই বৈঠকে তীর্থযাত্রা, সীমান্ত বাণিজ্য, সংযোগ, নদীর জল তথ্য ভাগাভাগি, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়, এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় নিয়ে আলোচনা হয়। আজ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে সীমান্ত শান্তি বজায় রাখা নিয়ে বৈঠক করবেন ওয়াং ই চীন ভারতের তিনটি বড় উদ্বেগের সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছে সার, রেয়ার আর্থ উপাদান এবং টানেল বোরিং মেশিন। বিশেষ করে রেয়ার আর্থ উপাদান স্মার্টফোন থেকে উন্নত সামরিক সরঞ্জাম পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তি শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চীনের বিবৃতিতে ওয়াং ই বলেন, "বিশ্ব এক শতাব্দীতে একবার ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একতরফা দমননীতি চলছে, মুক্ত বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "বিশ্বের দুই বৃহত্তম উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে চীন ও ভারতের দায়িত্ব হল বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা করা এবং বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া।"গত বছর কাজানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের পর থেকে সম্পর্ক পুনরায় শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছে বেইজিং। সীমান্ত শান্তি রক্ষার পাশাপাশি ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা আবার তিব্বতের পবিত্র স্থানগুলোতে যাত্রা শুরু করেছেন।প্রসঙ্গত, রাশিয়ান তেল কেনার কারণে ওয়াশিংটন ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে। যদিও চীনের ক্ষেত্রে এ ধরনের দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর যুক্তি, "চীন রাশিয়ার তেল শোধন করে বৈশ্বিক বাজারে বিক্রি করে। এ তেল বাজার থেকে বাদ পড়লে সবার জন্য জ্বালানি আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে।"

দ্রুত গলে পড়ছে হিমবাহ, হিমালয়ের পরিবেশ ব্যবস্থায় বড় বিপদের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৯৯ শতাংশ হিমবাহ প্রতি বছর ০.০২ মিমি থেকে ২.৬৮ মিমি পর্যন্ত গলছে, যা প্রায় একটি ক্রেডিট কার্ডের প্রস্থের সমান। তবে হিমালয়ের হিমবাহগুলোর দ্রুত গলন বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় ধ্রুবীয় ও মহাসাগর গবেষণা কেন্দ্র-এর জুন ২০২৪-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম হিমালয়ের সুত্রী ঢাকা হিমবাহে বরফের গভীরতা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে এবং মাউন্ট এভারেস্টের উপরের অংশে বরফের স্তর ১৫০ মিটার পর্যন্ত সঙ্কুচিত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন, ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা, ব্ল্যাক কার্বন, মাইক্রোপ্লাস্টিক ও অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই গলনের গতি আরও বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে ধ্বংসাত্মক আকস্মিক বন্যা, পানির উৎসে মারাত্মক ঘাটতি এবং হিমালয় অঞ্চলের পরিবেশ ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব পড়তে পারে।

বিশ্বজুড়ে হিমবাহ গলন নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। পাহাড়ি এলাকায় হিমবাহ গলে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি ও হঠাৎ বন্যার সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে। ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় -এর গবেষকদের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীর প্রায় ১.৮ লক্ষেরও বেশি হিমবাহ এখন দ্রুত গলে পড়ছে। গবেষণায় মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির সাহায্যে এই হিমবাহগুলোর ভবিষ্যৎ ক্ষয় ও গলনের গতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন, ৯৯ শতাংশ হিমবাহ প্রতি বছর গড়ে ০.০২ মিমি থেকে ২.৬৮ মিমি পর্যন্ত গলছে এবং ভবিষ্যতে এই হার আরও বাড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমবাহের এই দ্রুত ক্ষয় বিশ্বব্যাপী পানিসম্পদ এবং পরিবেশ ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

বিশেষ করে ভারতের হিমালয় অঞ্চল এই প্রভাবের শিকার হতে পারে। হিমবাহভিত্তিক নদীগুলির উপর নির্ভরশীল যে কোটি কোটি মানুষ, তারা ভবিষ্যতে জলের তীব্র সংকটের মুখোমুখি হতে পারেন। এনসিপিওআর-এর গবেষণায় হিমবাহের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, স্যাটেলাইট চিত্রের ভিত্তিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে হিমবাহের আয়তন ও বরফের ঘনত্ব দিন দিন কমে আসছে।

সবমিলিয়ে, হিমালয়ের হিমবাহগুলির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রভাব আমাদের জন্য এক গুরুতর সতর্কবার্তা। এখনই কার্যকর জলবায়ু নীতি ও পরিবেশ সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা বৈঠকে দুই বড় প্রকল্পে অনুমোদন, কোটা বিমানবন্দর ও কটক-ভুবনেশ্বর রিং রোডে সবুজ সংকেত

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, রাজস্থানের কোটা-বুন্দি অঞ্চলে গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণ এবং ওডিশার কটক-ভুবনেশ্বর ক্যাপিটাল রিজিয়ন রিং রোড প্রকল্পে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। কোটা গ্রীনফিল্ড বিমানবন্দরের প্রস্তাবিত খরচ ধরা হয়েছে ১,৫০৭ কোটি টাকা, যেখানে ওডিশার ১১০.৮৭৫ কিমি দীর্ঘ ও ৬ লেন বিশিষ্ট রিং রোড নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ৮, ৩০৭.৭৪ কোটি টাকা।

এই বৈঠকের আগে গত ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে ১৮,৫৪১ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছিল। ওই বৈঠকে ওডিশা, অন্ধ্র প্রদেশ ও পাঞ্জাবে ৪টি নতুন সেমিকন্ডাক্টর প্লান্ট স্থাপনে সম্মতি দেওয়া হয়, যার জন্য ৪,৫৯৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে এবং প্রায় ২,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। একই বৈঠকে লখনউ মেট্রো প্রকল্পের ফেজ-১বি পর্যায়ে ১২টি স্টেশনসহ মেট্রো সম্প্রসারণে ৫,৮০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পাশাপাশি, অরুণাচল প্রদেশের শি ইয়োমি জেলায় ৭০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'টাটো জ্জজ্জ' হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্পের জন্য ৮,১৪৬ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়।

এর আগে ৮ আগস্টের মন্ত্রিসভা বৈঠকে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার মোট বাজেট ছিল ৫২,৬৬৭ কোটি টাকা। উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় গ্যাস গ্রাহকদের ২০২৫-২৬ পর্যন্ত ভর্তুকি চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১২,০৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি তেল কোম্পানিগুলিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩০,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। দেশের প্রযুক্তি শিক্ষায় মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মেরিট প্রকল্পে ৪,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একইসঙ্গে অসম ও ত্রিপুরায় ৪টি নতুন উন্নয়ন প্রকল্পে ৪,২৫০ কোটি টাকা এবং তামিলনাড়ুর মারকানম-পুদুচেরি ৪ লেন হাইওয়ে প্রকল্পে ২,১৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩১ জুলাইয়ের মন্ত্রিসভা বৈঠকে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে দুটি ছিল কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে এবং বাকি চারটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে। তারও আগে ১৬ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনা'কে অনুমোদন দেয়। এই প্রকল্প ২০২৫-২৬ সাল থেকে শুরু হয়ে আগামী ছয় বছর চালু থাকবে এবং ১.৭ কোটি কৃষক উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পের আওতায় কম উৎপাদনশীল ১০০টি জেলায় কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসল বৈচিত্র্য, টেকসই চাষাবাদ এবং কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

এই বৈঠকগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট যে, কেন্দ্র সরকার দেশের পরিকাঠামো, কৃষি, প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে।

স্মার্ট মিটার বাতিল এবং রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে এবং রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় আজ রাজধানী আগরতলা শহরে। এক বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এদিন।

বিক্ষোভ মিছিল থেকে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের নেতৃত্ব জানিয়েছেন, স্মার্ট মিটারের ফলে সাধারণ শ্রমিকদের নাজেহাল অবস্থা। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ফলে প্রতিনিয়ত সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে শ্রমিকদের। এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সহ বর্ধিত বিদ্যুৎ মাসুল সবমিলিয়ে শ্রমিকরা সংসার প্রতিপালন করতে হিমশিম খাচ্ছেন। তাই বাধ্য হয়ে এদিন তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ স্মার্ট মিটার বাতিল এবং বর্ধিত বিদ্যুৎ মাসুল কমিয়ে আনার দাবিতে এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পরবর্তীতে বোধজং স্কুল সংলগ্ন চৌমুহনীতে গিয়ে শেষ হয়।

যমুনার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টিতে সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : নয়াদিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর মঙ্গলবার সকালে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ২০৫.৭৯ মিটার পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা বিপদসীমা ২০৫.৩৩ মিটার ছাড়িয়ে গেছে এবং সরিয়ে নেওয়ার স্তর ২০৬ মিটারের একেবারে কাছাকাছি। পুরনো রেলওয়ে ব্রিজ এলাকায় সকাল ৮টা নাগাদ এই জলস্তর রেকর্ড করা হয়। সোমবার দুপুরে জলস্তর ছিল ২০৫.৫৫ মিটার, অর্থাৎ পরিস্থিতি দ্রুতই উদ্বেগজনক রূপ নিচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরকে বন্যার মতো পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, জলস্তর বাড়ার মূল কারণ হল হাথিনিকুন্ড ও ওয়াজিরাবাদ ব্যারেজ থেকে প্রতি ঘণ্টায় বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া। ফ্লাড কন্ট্রোল বিভাগের মতে, হাথিনিকুন্ড থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৩৮,৩৬১ কিউসেক এবং ওয়াজিরাবাদ থেকে ৬৮,২৩১ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে যমুনার জলস্তরে। সাধারণত ব্যারেজ থেকে ছাড়া জল দিল্লি পৌঁছাতে ৪৮ থেকে ৫০ ঘণ্টা সময় লাগে। যদিও বর্তমানে তুলনামূলক কম পরিমাণ ছাড়াও জলস্তর ক্রমাগত বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যমুনা সংলগ্ন নিচু এলাকাগুলি পরিদর্শনে যেতে পারেন।

এদিকে, দেশের একাধিক রাজ্যে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর থেকে আগামী কয়েক দিনের জন্য ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কোনকন ও গোয়া অঞ্চলে ১৯ ও ২০ আগস্ট চরম বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। উপকূলীয় ও উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকেও মঙ্গলবার প্রবল বৃষ্টি হতে পারে। তেলেঙ্গানা, কেরল, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্র প্রদেশেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে ১৯ থেকে ২৪ আগস্টের মধ্যে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও উত্তরপ্রদেশেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

নয়াদিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত কোনো বড় বৃষ্টির সতর্কতা নেই, তবে মঙ্গলবার দুপুর ১:২৬-এ আইএমডি-এর নাউকাস্ট অনুযায়ী, দিল্লির কিছু অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং আকাশ মেঘলা রয়েছে। নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও ফরিদাবাদে হলুদ সতর্কতা জারি করে হালকা বজ্রপাত ও কম গতির ঝড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রবল ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আন্দামান, কেরল, কর্ণাটক, লক্ষদ্বীপ, কমোরিন, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির কিছু এলাকায় ৪০-৬৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতির দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে জানিয়েছে আইএমডি। এই ঝড়ো হাওয়া মূলত আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তৈরি হওয়া ঝড়ো হাওয়ার কারণে। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে মহারাষ্ট্রের মুম্বই, আলিবাগ, রায়গড় রিজার্ভ ও শ্রীবর্ধন এলাকায় টানা দ্বিতীয় দিনের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গুজরাটের ওখা, দ্বারকা, নাভাদ্রা, মাংগ্রোল, দিউ, জুনাগড়, পোরবন্দর ও ভেরাভলেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় লাল সতর্কতা বলবৎ রয়েছে। এই সব এলাকায় প্রতি ঘণ্টায় ১৫ মিমি-র বেশি বৃষ্টিপাত ও ৪১-৬১ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়ার আশঙ্কা থাকছে।

পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে পারে বলে সতর্ক করছে আবহাওয়া দফতর। যমুনা নদীর আশপাশের নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে প্রশাসনিক সতর্কতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

পাঞ্জাবে বাবর খালসা জঙ্গি চক্রের দুই সদস্য গ্রেফতার, উদ্ধার চীনা গ্রেনেড

জলন্ধর, ১৯ আগস্ট : পাঞ্জাব পুলিশ জলন্ধরে বাবর খালসা ইন্টারন্যাশনাল নামক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত দুই জনকে গ্রেফতার করেছে। এসময় পুলিশ তাদের কাছ থেকে একটি চীনা তৈরি টাইপ ৮৬পি হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার করে।

গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্ত হলেন রাজস্থানের রিতিক নারোলিয়া এবং এক নাবালক। পাঞ্জাবের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ গৌরব যাদব এক্স-এ পোস্ট করে জানান, "জালন্ধরের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে দুই বিকেআই অপারেটিভকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদে একটি ৮৬পি হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে।"

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে আরও দুজন সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছেকলকাতা থেকে বিশ্বজিৎ (যিনি মালয়েশিয়া পালানোর চেষ্টা করছিলেন) এবং নাকোদর থেকে জ্যাকসন। তাদের কাছ থেকেই গ্রেনেড উদ্ধারের সূত্র মিলেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এরা কানাডা-ভিত্তিক বিকেআই হোতারাজিশান আখতার ও অজয় গিলের নির্দেশে কাজ করছিল। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বিশ্বজিৎ ও জ্যাকসন বেয়াস এলাকা থেকে তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড সংগ্রহ করেছিল। এর মধ্যে একটি এসবিএস নগরের একটি মদের দোকানে ১০ দিন আগে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ ঘটনায় অমৃতসরের স্টেট স্পেশাল অপারেশন সেল-এ মামলা দায়ের হয়েছে।পাঞ্জাব পুলিশ জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা ও সংগঠিত অপরাধ দমন করে রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের অঙ্গীকার।

এর আগে, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ফেরোজপুরের সিআই একটি বড় সন্ত্রাসী চক্রান্ত ভেস্তে দেয়। পাকিস্তান-আইএসআই সমর্থিত সন্ত্রাসী হরবিন্দর রিন্দার নির্দেশে কাজ করা বিকেআই-র আরও দুই সদস্যতারন তারনের হরপ্রীত সিং ও অমৃতসরের গুলশন সিংকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে দুটি ৮৬পি হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি ৯ মিমি পিস্তল এবং পাঁচটি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার হয়। কয়েক দিন আগেই রাজস্থানের টঙ্ক ও জয়পুর থেকে আরও পাঁচজন বিকেআই সদস্যকে (যার মধ্যে তিনজন নাবালক) গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তখনও একটি ৮৬পি হ্যান্ড গ্রেনেড এবং একটি .৩০ বোর পিস্তল উদ্ধার হয়েছিল।

দাবিহীন মহিলা ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref: Amtali PS UD Case No. 45/2025, dated 12.08.2025 U/s 194 BNS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)

পাশের ছবিটি দাবিহীন মহিলা ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট, গায়ের রং- শ্যামলা, চুল- সাদা এবং কালো, পরনে ছিল- সাদা এবং লাল রঙের ছাপা শাড়ি। গত ১১-০৮-২০২৫ ইং উক্ত দাবিহীন মহিলা ব্যক্তির মৃতদেহটি নিশ্চিন্তপুর রেল স্টেশনের সন্নিকটে রেল লাইনে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাঁপানিয়া হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)	০৩৮১-২৩২৩৫৮৬	পুলিশ সুপার
২) সিটি কন্ট্রোল	৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০	পশ্চিম ত্রিপুরা
৩) আমতলী থানা	০৩৮১-২৩৭-০৩৮৫	ICA-D-797-25

এভিডেভিট

আমি মনমোহন দাস (Manmohan Das),পিতা স্বর্গীয় ললিত মোহন দাস,বয়স ৬০(ষাট),গোমতী জেলার কান্দিপাড়া(মুড়াপাড়া)গ্রামের একজন স্থায়ি বাসিন্দা। আমার পুত্র চন্দন দাসের মাধ্যমিক এডমিট এবং মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেটে পিতার নামের স্থানে অর্থাৎ আমার নাম ভুলক্রমে মনা মোহন দাস (Mana Mohan Das) রয়েছে। অদ্য রোজ সোমবার ২০/০৮/২০২৫ ইং তারিখে বিশালগড় মহকুমা আদালতে এফিডেভিট মূলে আমার ছেলের মাধ্যমিক এডমিট এবং মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেটে আমার নাম মনা মোহন দাস (Mana Mohan Das) এবং আমার প্রকৃত নাম মনমোহন দাস(Manmohan Das) এক বলিয়া গণ্য করা হোক।

মঙ্গলবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক দিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

টক-মিষ্টি চাটনি

বাঙ্গালির মধ্যাহ্ন ভোজনের শেষপাতে চাটনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীভাবে সুস্বাদু টক- মিষ্টি চাটনি বানানো যায় তাই শেখা যাবে এবারের রসনায়। নারকেল চাটনি উপকরণ— ঝুনো নারকেল কুচি দেড়কাপ, দই দেড়কাপ, জল সমপরিমাণ, আদাকুচি ১টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কারকুচি ২টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো অল্প, নুন স্বাদ মত, ঘি ২টেবিল চামচ, কালো সর্ষে, বিউলির ডাল দেড়চামচ, কারিপাতা কয়েকটা, হিং সামান্য।

প্রণালি- নারকেল কুচি, দই, জল আদাকুচি, লঙ্কা, গোলমরিচ এবং নুন একসঙ্গে মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। দই এবং জল বাদ দিয়ে বাকি সব প্রথমে বেটে নিয়ে পরে দই ও জল মেশাতে পারেন্ন। এর মাঝারি আঁচে একটি পাত্রে ঘি গরম করুন। গরম হলে এতে কালো সর্ষে ফোড়ন দিন। ফুটে উঠলেই বিউলির ডাল ছাড়ুন। বিউলির ডাল সামান্য বাদামি হয়ে এলে কারিপাতা এবং সবশেষে হিং দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে ফেলুন। ঠান্ডা করে নারকেল-দই এর মিশ্রণে ঢেলে দিন। কোনও নোনতা খাবারের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই চাটনি।

আঙ্গুরের চাটনি

উপকরণ- আঙ্গুর, সামান্য সাদা তেল, কাজু, কিশমিশ, গোটা জিরে এবং মৌরি অল্প, চিনি স্বাদ মত, ছোট এলাচগুঁড়ো।

প্রণালি- আঙ্গুর ভালো করে জলে ভিজিয়ে রেখে নিন কিছুক্ষণ। এবার ধুয়ে আঙ্গুরে খোসা আলতো করে ছাড়িয়ে ভেতরের দানা বের করে নিন। কাঠখোলায় অল্প জিরে এবং মৌরি ভেজে গুঁড়ো করে নিন। কড়াইতে সামান্য তেল গরম করে তাতে গোটা জিরে অল্প ফোড়ন দিন। ফোড়নের গন্ধ বার হলে আঙ্গুর দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে চিনি দিয়ে দিন। চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মত জল দিয়ে দিন। ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে এবং রস ঘন হয় এলে এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। এবার কাঠখোলায় ভেজে গুঁড়ো করে রাখা জিরে এবং মৌরিগুঁড়ো ওপর থেকে ছড়িয়ে দিন।

আমের চাটনি- উপকরণ- কাঁচা আম, চিনি, সামান্য বীট নুন, গোটা জিরে, ধনে এবং মৌরী, কাজু এবং কিশমিশ।

প্রণালি- আম খোসা সহ লম্বা লম্বা করে কেটে সেদ্ধ করে নিন, দেখবেন যেন বেশি সেদ্ধ না হয়ে যায়। আম সেদ্ধ হয়ে গেলে জল ঝরিয়ে রাখুন। অন্য একটি পাত্রে চিনির রস তৈরি করুন। চিনির রস যখন একটু ঘন হতে শুরু করবে, তখন এই রসে আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা আম, কাজু, কিশমিশ বীট নুন দিয়ে অল্প আঁচে ফুটতে দিন। হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এবার গোটা মশলা কাঠখোলায় ভেজে নিয়ে গুঁড়ো করুন এবং আমের চাটনির উপর ছড়িয়ে দিন। ঠান্ডা করে শেষপাতে পরিবেশন করুন কাঁচা আমের চাটনি।

আপেলের চাটনি- উপকরণ- আদা এক টুকরো, পেঁয়াজ মাঝারি সাইজের দুটো, রসুন দু'কোয়া, আপেল এক কিলো, লাল চিনি ২০০ গ্রাম, ভিনিগার, কিশমিশ ১০০গ্রাম, সর্ষে এক চা চামচ, নুন স্বাদ মত, কাঁচালঙ্কা চারটি অথবা শুকনো লঙ্কারগুঁড়ো এক চা-চামচ।

প্রণালি- আদা, পেঁয়াজ, রসুন সব একসঙ্গে বেটে নিন। আপেলের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে ফেলুন। এবার একটি বাসনে আপেল, চিনি এবং ভিনিগার দিয়ে ফুটতে দিন, যতক্ষণ না আপেল নরম হয়ে যায়। আপেল নরম হয়ে গেলে ঠান্ডা করে বাকি সব মশলা মিশিয়ে আবার আঁচে বসান। যতক্ষণ না বেশ ঘন হয়ে আসে। তারপর ঠাণ্ডা করে পরিষ্কার বয়ামে ভরে বেশ কিছুদিন রেখে খেতে পারেন।

চালতার চাটনি- উপকরণ- চালতা ২টো, নারকেল অর্ধেকটা, পোস্ত ৪চা-চামচ, হলুদ সামান্য, সর্ষে অল্প, সর্ষের তেল ৪ চা-চামচ, ময়দা বা আটা অল্প, নুন ও চিনি আন্দাজ মত। প্রণালি- চালতার খোসা ও ভিতরের অংশ ছাড়িয়ে টুকরো করে একটু থেঁতো করে নিন। নারকেল ও পোস্ত বেটে রাখুন। তেলে সর্ষে দিয়ে থেঁতো করা চালতা দিন। কিছুক্ষণ ভেজে নুন, হলুদ এবং আন্দাজ মতো জল দিয়ে ফুটতে দিন। চালতা সেদ্ধ হলে চিনি দিন। তারপর নারকেল এবং পোস্তবাটা দিন। আন্দাজমতো ঝোল থাকতেই উপরে একটু ময়দা বা আটা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

প্লাস্টিক চাটনি উপকরণ- পেঁপে, কাজু, কিশমিশ ,চিনি, এলাচগুঁড়ো। প্রণালি- প্লাস্টিক চাটনির বিশেষত্ব হল এই চাটনি করার জন্য আম বা পেঁপে যাই নিন না কেন, সেটাকে খুব পাতলা আর চৌকো ছোট ছোট টুকরো করে কাটতে হবে। পেঁপের খোসা ছাড়িয়ে কেটে নিয়ে আম সেদ্ধ করুন। দেখবেন যেন গলে না যায়। কাজু আর কিশমিশ ভিজিয়ে রাখবেন। একটি পাত্রে জল এবং চিনি দিয়ে ঘন রস তৈরি করুন। চিনির রস যখন ফুটতে শুরু করবে তখন সেদ্ধ পেঁপে জল ঝরিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিন। সঙ্গে কাজু আর কিশমিশও দিয়ে দেবেন। কিছুটা ফুটলে এবং রস ঘন হয়ে এলে আঁচ কমিয়ে ওপর থেকে এলাচগুঁড়ো ছড়িয়ে আঁচ বন্ধ করে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

উৎসবের রেশ ধরে রাখতে মিষ্টির

বসন্ত এসে গেছে। দোল সদ্য সমাপ্ত, কিন্তু কিছুতেই যেন উৎসবের আমেজ কাটতে চাইছেনা। আত্মীয়-স্বজনদের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। আবহাওয়াতেও যেন কেমন অলসতার আমেজ। সময় -সুযোগ পেলেই উৎসবের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেওয়া। তাছাড়া এই মরশুমে শেষ্মিপাতে মিষ্টিমুখ না করলে খাওয়া সম্পূর্ণ হয় না। তাই উৎসব কাটলেও উৎসবের রেশ ধরে রাখতে রসনায় থাকছে মিষ্টির পদ।

ছানার পায়েস

উপকরণ — ছানা, দুধ, ঘি,গোলাপ জল, পেস্তাকুচি, আমণ্ডকুচি, চিনি, এলাচগুঁড়ো।

প্রণালি- প্রথমে ছানা সামান্য ঘি গরম করে ভেজে নিন। বেশি ভাজবেন না। ছানার রং-এর পরিবর্তন না হয়। এবার দুধ চিনি দিয়ে ঘন করে জ্বাল দিন। দুধ ঘন হলে ছানা দিন। ভাল করে নাড়তে থাকুন।

পুরো মিশ্রণটা ঘন হয়ে এলে এলাচগুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। এবার কিছুটা ঠান্ডা করে এতে সামান্য গোলাপজল, আমন্ডকুচি, পেস্তাকুচি দিয়ে নামিয়ে নিন।

লবঙ্গ লতিকা

উপকরণ- ময়দা, নারকেল কোরা, ক্ষীর,এলাচগুঁড়ো , খাওয়ার সোডা, লবঙ্গ, চিনি, বনস্পতি।

প্রণালি- ময়দা, বনস্পতি, খাওয়ার সোডা ভাল করে মিশিয়ে পরিমাণ মত জল দিয়ে মেখে নিন। এবার এর থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। নারকেল, খোয়াক্ষীর,চিনি, বাদাম কোরা ভাল করে মিশিয়ে আঁচে বসান। পাক দিন।পাক হয়ে গেলে নামাবার আগে এলাচগুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ময়দার লেচিগুলো বেলে নিয়ে তার মাঝে এই পুর দিন, এবার চারধার মুড়ে মাঝখানে লবঙ্গ দিয়ে গেঁথে দিন। এগুলো বনস্পতিতে ভেজে নিয়ে চিনির রসে ফেলুন। কিছুক্ষণ রসে রেখে তুলে নিন এবং পরিবেশন করুন।

ফল সহযোগে রসমালাই

উপকরণ- রসগোল্লা, দুধ, মিল্কমেড, এলাচগুঁড়ো, বেদানা, কলা, আপেল, কুচি, চিনি, পেস্তাকুচি, অল্প গোলাপজল।

প্রণালি- রসগোল্লার রস বার করে সেগুলো মাঝখান থেকে দু-আধখানা করে নিন। দুধে চিনি দিয়ে ফুটতে দিন। দুধ অল্প ঘন হয়ে এলে তাতে মিল্কমেড মেশান। নাড়তে থাকুন। ভাল ঘন হলে নামাবার আগে তাতে এলাচগুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। এবার রসগোল্লা দুই ভাগে খুব ছোট ছোট করে কুছানো আপেল, কলা, বেদানাকুচি দিন। এই রসগোল্লাগুলো এবার মালাইয়ের পাত্রে বসান। ওপর থেকে পেস্তা কুচি এবং সামান্য গোলাপজল ছড়িয়ে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

বোঁদের লাড্ডু

উপকরণ- বেসন, চালেরগুঁড়ো, ক্ষীর,গোলাপজল, এলাচগুঁড়ো, কাজু, কিশমিশ, সাদা তেল, চিনি, লাল রং, ময়দা।

প্রণালি- চিনির সঙ্গে পাঁচ-ছ কাপ জল দিয়ে ঘন রস তৈরি করুন। অন্যদিকে বেসন , ময়দা ও চালেরগুঁড়ো এক সঙ্গে ফেটিয়ে নিন। বেশ পাতলা গোলা তৈরি করুন। এবার কড়াইতে তেল গরম করুন। ঝাঁঝরা দিয়ে এই গোলা তুলে আস্তে আস্তে তেলে ছাড়ুন। ঝাঁঝরা দিয়ে পড়ার জন্য ছোট ছোট বোঁদের আকার নেবে। ভাজা সম্পূর্ণ হল এগুলি চিনির রসে ফেলুন। বেশ কয়েক ঘন্টা রসে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবার এর মধ্যে এলাচগুঁড়ো কিশমিশ, সামান্য গোলাপজল, ক্ষীর দিয়ে ভাল করে মেখে হাতে করে লাড্ডুর আকার দিন। খানিকটা বোঁদের রং মিশিয়ে নেবেন মাখার সময়।

পাস্তা বিখ্যাত ইতালীয় খাবার

পাস্তা, ছোটদের খুব প্রিয় একটি বিখ্যাত ইতালীয় খাবার। তারা যদি এই সপ্তাহান্তে তাদের প্রিয় এই খাবার পেয়ে যায় তবে তাদের জন্য এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। তাহলে আর দেরি কেন, এই সপ্তাহান্তে আপনার বাড়িতে ইতালীয় সুবাস ছড়িয়ে দিন আর উপভোগ করুন আপনার চোট্ট সোনার মুখের অপার্থিব হাসি।

উপকরনঃ পাস্তা — ২৫০ গ্রাম

পাস্তা, ছোটদের খুব প্রিয় একটি বিখ্যাত ইতালীয় খাবার। তারা যদি এই সপ্তাহান্তে তাদের প্রিয় এই খাবার পেয়ে যায় তবে তাদের জন্য এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। তাহলে আর দেরি কেন, এই সপ্তাহান্তে আপনার বাড়িতে ইতালীয় সুবাস ছড়িয়ে দিন আর উপভোগ করুন আপনার চোট্ট সোনার মুখের অপার্থিব হাসি।

উপকরনঃ পাস্তা — ২৫০ গ্রাম

অলিভ তেল — ২ চামচ

গাজর — ১টি

মাঝারি ব্রোকলি --- ১টি

মাঝারি বেবিকর্ন — ৬টি

মাশরুম — ১০টি

সবুজ ক্যাপাসিকাম — ১টি

মাঝারি হলুদ ক্যাপাসিকাম — ১টি

মাঝারি রেড ক্যাপাসিকাম — ১টি

মাঝারি পেঁয়াজ — ২টি

বড় টমেটো — ৮টি

বড়পুরু তাজা ক্রিম — ১ কাপ

রসুন — ১০ টি

লবঙ্গ

কালো মরিচ গুঁড়া — ১ টেবিল চামচ

লাল লঙ্কা গুঁড়ো — ১ টেবিল চামচ

নুন- স্বাদমত

অরিগানো — ২ টেবিল চামচ

পিজা পাস্তা সস — ২ টেবিল চামচ

মোজজারার পনির — ২০০ গ্রাম

প্রস্তুতি পদ্ধতি

একটি খোলা প্যানের মধ্যে টমেটোগুলি সিদ্ধ করে নিন।

জল ফেলে দিন এবং টমেটোগুলির বাইরের ত্বক অপসারণ করে দিন। একটি ব্লেন্ডার দিয়ে টমেটো গুলিকে পিউরি করে নিন।

পেঁয়াজ, গাজর, ক্যাপসিকাম, বেবিকর্ন, ব্রোকোলি এবং মাশরুম ছোটো টুকরো করুন। একটি বড় পাত্র নিন এবং এটির মধ্যে জল গরম করতে দিন। জল ফুটলে সামান্য অলিভ অয়েল দিন। এবার এতে পাস্তা যোগ করুন এবং ভালো করে সিদ্ধ করুন।

গরম জল ফেলে দিয়ে পাস্তা ঠান্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে নিন।

বড় ছাকনি দিয়ে ভালো করে পাস্তা থেকে জল ছেঁকে বাদ দিয়ে দিন। পাস্তা উপর অলিভ অয়েল ব্রাশ করে দিন।

চিজ দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখুন

রান্না করার পদ্ধতি:

একটি প্যানে ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল দিয়ে গরম করুন। ফরম তেলে রসুনের পেস্ট যোগ করে ভালো করে তেলের ওপর নাড়াচাড়া করুন।

পেঁয়াজ যোগ করুন এবং আরও ২ মিনিট ভাজুন।

কেটে রাখা সবজি এক এক করে প্যানে যোগ করুন এবং এতে সামান্য লবণ ছিটিয়ে দিন।

ঢাকনাটি ঢেকে দিন এবং সবজি ৫ থেকে ১০ মিনিটের জন্য রান্না করুন।

প্যানে সবজির সঙ্গে টমেটো, লাল মরিচ গুঁড়া এবং পিজা পাস্তা সস যোগ করুন।

২ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখুন।

সিদ্ধ করে রাখা পাস্তা যোগ করুন এবং ৫-৭ মিনিটের জন্য ভালো করে রান্না করুন, মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করুন।

ভাজা পনির এবং গ্রেট করে রাখা চিজ ২ মিনিট ভালো করে মেশান।

ক্রিম যোগ করুন এবং ভাল করে মিশ্রিত করুন।

গ্যাস বন্ধ করুন এবং কালো মরিচ গুঁড়া এবং অরিগ্যানো যোগ করুন। ভালো করে মিশিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পাস্তা সবচেয়ে ভালো খাওয়া যায় গার্লিক ব্রেডের সঙ্গে। যদি আপনি গার্লিক ব্রেড তৈরি করতে না পারেন, তবে অল্প পরিমাণে রসুনের পেস্ট এবং অরিগানো মাখানো পাউরুটি টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিন। একসঙ্গে এই টোস্ট এবং পাস্তা একটি কামড় একটি কামড় এবং আপনার উইকএন্ড দুর্দান্ত করে তুলুন।

প্রতিদিন কতটা নুন খাওয়া স্বাস্থ্য সম্মত?

শরীরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে, পেশীর কার্য্যকারিতা ঠিক রাখতে এবং স্নায়ু সংকেত নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নুন। তবে, নুনের পরিমাণে গোলমাল হলেই কিন্তু বড় বিপদ। অতিরিক্ত সেবন গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে নুন খাওয়া উচিত। জানেন আমাদের শরীরের প্রতিদিন কতটা নুনের প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ৫ গ্রামের কম নুন খাওয়া উচিত। যা প্রায় ২০০০ মিলিগ্রাম সোডিয়ামের সমান। সাধারণ মানদণ্ড অনুসারে প্রতিদিন ১,৫০০-২,৩০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ শরীরের জন্য সঠিক। বেশি নুন খেলে কী হতে পারে জানেন?

১। অতিরিক্ত লবণ আপনার শরীরের তরল ভারসাম্যকে ব্যাহত করে, যার ফলে জলশূন্যতা দেখা দেয়। ভারসাম্য ফিরে পেতে তীব্র তৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। ২। আপনার কিডনি সোডিয়ামের মাত্রা ভারসাম্য বজায় রাখতে কাজ করে। পেট ফাঁপার সমস্যা হয়। শরীরের অতিরিক্ত তরল শরীরের বিভিন্ন অংশে ফোলাভাব সৃষ্টি করতে পারে। ৩। অতিরিক্ত সোডিয়াম আপনার রক্তপ্রবাহে জল টেনে নেয়। রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ফলস্বরূপ আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যে কী কী সমস্যা দেখা যায়? ১। ক্রমাগত বেশি নুন গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপের দিকে কারণ হতে পারে। যা হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের একটি প্রধান কারণ। অতিরিক্তনুন খেলে হৃদপিণ্ডকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। হার্ট ফেলের মতো সমস্যা হতে পারে। ২। নুন তরল ধারণকে প্রভাবিত করে কিডনির কাজের চাপ বাড়ায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, এর ফলে কিডনি রোগ হতে পারে। ৩। উচ্চ সোডিয়ামের মাত্রা প্রস্রাবের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম নির্গমন বৃদ্ধি করে, যা ক্যালসিয়ামের ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে। ফলে অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়ে। লবণ অপরিহার্য হলেও, এর ক্ষতিকারক প্রভাব এড়াতে পরিমিত নুন খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত পরিমাণে লবণ গ্রহণ তাৎক্ষণিক অস্বস্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি উভয়ই ডেকে আনতে পারে। তাই নির্দিষ্ট পরিমাণে নুন খান।

মাছেভাতে বাঙালি

মাছ বরাবরই বাঙ্গালির খুবই প্রিয়। কথাতেই আছে মাছে-ভাতে বাঙালি। বাঙ্গালির পাতে মাছ উঠবেনা সেটা ভাবাই যায় না। অন্তত এক টুকরো হলেও হয়। তাই যত দামি হোক পোনা, পারসে থেকে ভেটকি, ইলিশ, তপসে চিংড়ি, পম্ফেট সবই চাই। এবারের রসনায় থাকছে মাছের কিছু সুস্বাদু রেসিপি। পম্ফেট মাছের কালিয়া

উপকরণ- পম্ফেট মাছ, সর্ষের তেল , আদা-রসুন বাটা , লঙ্কা বাটা, হলুদ- গুঁড়ো, টমেটো কুচি, ধনে জিরে বাটা, কাঁচালঙ্কা, আলু লম্বা করে কাটা, চারমগজ বাটা, টক দই, নুন, সামান্য মিষ্টি , গরম মশলা গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি।

প্রণালী- মাছ কেটে , ভাল করে ধুয়ে নুন- হলুদ মাখিয়ে রাখুন বেশ কিছুক্ষণ। এবার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে মাছ লাল করে ভেজে তুলে রাখুন। আলুও অল্প ভেজে নিন। এবার কড়াইতে আবার খানিকটা সর্ষের তেল গরম করে প্রথমে পেঁইয়াজবাটা দিয়ে ভাজুন। হাল্কা সোনালি রং ধরলে একে একে আদা-রসুনবাটা দিয়ে ভাজুন। এরপর এতে দিন লঙ্কাবাটা , হলুদ গুঁড়ো, টমেটো কুচি, ধনে জিরেবাটা এবং অল্প নুন। সব একসঙ্গে ভাল করে কষান। কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে দিন এই সময়। এই মশলায় আলু দিন। আঁচ কমিয়ে দিন। চারমগজ বাটা দিন। স্বাদ মতো মিষ্টি এবং দরকার মতো নুন দিন।মনে রাখবেন আগে কিছুটা নুন দিয়েছেন। মশলা ভাল কষান হলে এবং কড়াইয়ের চারপাশ থেকে তেল ছেড়ে এলে টক দই ভাল করে ফেটিয়ে দিন। ভাল করে নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মতো জল দিন। ফুটে উঠলে এবং গা মাখামাখা হলে নামাবার আগে ধনেপাতা ও গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

মাছের রেজালা উপকরণ — রুই মাছ, পেঁয়াজ কুচি , রসুনবাটা , আদবাটা, গোটা গোলমরিচ, গোটা শুকনো লঙ্কা, দারচিনি , লবঙ্গ, এবং এলাচ দু-তিনটে করে, তেজপাতা, সাদা তেল, স্বাদ মত নুন-মিষ্টি, বাদাম বাটা, দই ঘি, ধনেপাতা, অল্প কেওড়ার জল।

প্রণালী- মাছ কেটে, ধুয়ে নুন মাখিয়ে রাখুন। পেঁয়াজ কুচি সামান্য জলে দিয়ে হাল্কা ভাপিয়ে জল ছেঁকে তার পেস্ট বানিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করুন। প্রথমে মাছ ভেজে নিন। তারপর আবার খানিকটা তেল দিন। তেল ভাল গরম হলে তাতে একে একে তেজপাতা , গোটা শুকনো লঙ্কা , গোলমরিচ, এবং গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। সামান্য ভাজা ভাজা হলে এবং গন্ধ বার হলে প্রথমে দিন পেঁয়াজবাটা। ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর মধ্যে দিন আদা এবং রসুনবাটা। আবার ভাজুন। ভাজা হলে বাদাম বাটা, দই, স্বাদ মতো নুন-মিষ্টি, পরিমাণ মতো জল, এবং ঘি দিয়ে সব এক সঙ্গে কষান। তেল ছেড়ে এলে মাছ দিয়ে দিন। ঢাকা দিয়ে রান্না করুন কম আঁচে। এরপর মাখা মাখা হলে নামিয়ে অল্প কেওড়ার জল দিন এবং ঢাকা দিয়ে রাখুন। কিছুক্ষন এইভাবে রেখে তারপর পরিবেশন করুন। নারকেল ভেটকি উপকরণ — মাছ ৫০০ গ্রাম (কাঁটা ছাড়া), পেঁয়াজ, কাজুবাদাম, মাখন ও তেল , পোস্ত, আদা, রসুন, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, দই , ক্রিম বা দুধের সর, নারকেলের দুধ(পাতলা), নারকেলের দুধ (ঘন), নুন-চিনি স্বাদ মত , নারকেল কোরা, তেজপাতা, ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা।

প্রণালী- সরাসরি আঁচের উপর পেঁয়াজ পুড়িয়ে নিন। পোড়ানো অংশটা ছাড়িয়ে বেটে রাখুন। আলাদাভাবে আদা, রসুন, পোস্ত, কাজু এক সঙ্গে বেটে নিন অন্য দিকে মাছ জলে সেদ্ধ করুন। এবার কড়াই আঁচে চাপিয়ে তেল ও মাখন দিন। গরম হলে এর মধ্যে লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা ও অন্যান্য গুঁড়ো মশলা ও বাটা মশলা, স্বাদ মত নুন -চিনি দিয়ে কষতে থাকুন। নাড়াচাড়া করতে করতে দেখবেন তেল ছেড়ে আসছে, তখন দই ফেটিয়ে ঢেলে দিন। পাতলা নারকেলের দুধ দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটতে দিন। এবারে সেদ্ধ মাছ, ঘন নারকেলের দুধ ঐ মিশ্রণে দিন। বেশ মাখা মাখা হলে ক্রিম বা দুধের সর ফেটিয়ে ওপরে ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। নারকেল কোরা , ধনেপাতা ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন নারকেল ভেটকি।

পম্ফেট ফ্রাই- উপকরণ- পম্ফেট মাছ , সর্ষের তেল, পেঁয়াজ বাটা , রসুন বাটা , লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো , লেবু, ধনেপাতা কুচি, নুন, হলুদ গুঁড়ো।

প্রণালী- মাছ ভাল করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কিছুক্ষন পর এই হলুদ মাখানো মাছ আবার ধুয়ে নিন। এতে মাছের আঁশটে গন্ধ চলে যাবে। এরপর মাছে উভয় দিক ছুরি দিয়ে চিরে দিন। সমস্ত মশলা মাছে ভাল করে মাখিয়ে নিন। তেল গরম করে আস্তে আস্তে মাছ ছাড়ুন। মাছ ডুবো তেলে ভাজতে হবে। এক এক পিঠ ৮ থেকে ১০ মিনিট ভাজবেন। এক পিঠ সম্পূর্ণ লাল হলে উলটে অপর পিঠ ভেজে নিজন। ভাজা হলে নামিয়ে লেবুর রস , ধনেপাতা এবং গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

পটল কথা

বাজারে সবে পটল ওঠা শুরু হয়ে গেছে। সারা বছর সব ধরণের সব্জী পাওয়া গেলেও স্বাদে হেরফের তো হয়েই থাকে। পটল দিয়ে নানা ধরণের সুস্বাদু পদ তৈরি হয়।এর মধ্যে দোলমা ,পাতুরি যেমন রয়েছে, তেমনই পটল দিয়ে তৈরি মিস্টিও রয়েছে। তাছাড়া পটলের খাদ্যগুণও কম নয়। তাই এবার রসনায় থাকছে পটলের নানা পদ।

পটল সন্দেশ

উপকরণ- পটল , খোয়াক্ষীর,চিনির রস, এলাচগুঁড়ো, গোলাপজল, বাদাম কুচি ও পেস্তা কুচি। প্রণালী — পটলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে দুদিকের বোঁটা কেটে ভিত্রের সমস্ত দানা বের করে নিন। পটল খানিকটা ভাপিয়ে নেবেন। এরপর জল ঝরিয়ে নিন। চিনির ঘন রস তৈরি করুন। অন্যদিকে খোয়াক্ষীর, স্বাদ মতো চিনি এবং বাদামকুচি দিয়ে কড়াইয়ে হাল্কা আঁচে বসিয়ে পাক দিন। পুর তৈরি হয়ে গেলে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন। পটলগুলো চিনির রসে ভিজিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। পরে রস থেকে তুলে তার মধ্যে আস্তে আস্তে ক্ষীরের পুর ভরে দিন। এবার ওপর থেকে পেস্তাকুচি এবং সামান্য গোলাপজল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। পটল পাতুরি উপকরণ- পটল,সরষে, পোস্ত, নারকেল কোরা, কাঁচালঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো , স্বাদ মতো নুন মিষ্টি, সরষের তেল , ধনেপাতা কুচি, কালো জিরে।

প্রণালী- পটলের গা সামান্য চেঁছে নিয়ে নুন- হলুদ মাখিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। পোস্ত, সরষে, কিছুটা নারকেল কোরা এবং কাঁচালঙ্কা সামান্য নুন দিয়ে বেটে নিন। এবার কড়াইতে আবার একটু তেল গরম করে তাতে প্রথমে কালজিরে ও কাঁচালঙ্কা চিরে ফোড়ন দিন। এবার পোস্ত আর সরষে বাটের মিশ্রণ সামান্য জলে গুলে দিয়ে দিন। মিশ্রণ গরম হলে ভাজা পটল্গুলো দিয়ে দিন। ফুটে উঠলে এবং গা মাখা মাখা হলে বাকি নারকেল কোরা ও ধনেপাতা কুচি দিন। এবং কিছুক্ষণ আঁচে রেখে নামাবার আগে ওপর থেকে কাঁচা সরষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ফিশ পটল উপকরণ- পটল বড় সাইজের , ভেটকি মাছ, আদাবাটা , পেঁইয়াজবাটা , রসুনবাটা, লঙ্কারগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো , ধনেগুঁড়ো , হলুদ গুঁড়ো , নুন -মিষ্টি স্বাদ মতো , সরষের তেল , টমেটো কুচি , গরম মশলা গুঁড়ো। প্রণালী- পটলের গা চেঁছে , ধুয়ে নিয়ে একদিকের মাথা কেটে ভেতরের বীজ বার করে নিন। এরপর মাছ সেদ্ধ করে কাটা ছাড়িয়ে নিন। অল্প তেল গরম করে তাতে পেঁইয়াজবাটা , আদা রসুন বাটা , জিরে গুঁড়ো , নুন দিয়ে মাছ নাড়াচাড়া করে পুর বানিয়ে নিন। এই পুর পটলের মধ্যে ভরে কাটা অংশ আবার লাগিয়ে টুথপিক দিয়ে আটকে নিন ও ভেজে নিন। এরপর তেল গরম করে একে একে বাটা মশ্লান ও গুঁড়ো মশলা , টমেটো কুচি, স্বাদ মতো নুন-মিষ্টি দিয়ে কষিয়ে নিয়ে পরিমাণ মতো জল দিন এবং পটলগুলো দিন। জল ঘন হয়ে এলে গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

পুরভরা দই পটল উপকরণ — পটল ৮টা (মাঝারি সাইজের), কালো সরষে ২০ গ্রাম , টক দই ১০০ গ্রাম, নারকেল অর্ধেকটা, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ কুচানো , আদা বাটা, রসুন বাটা , লঙ্কাগুঁড়ো, নুন, চিনি সামান্য, সরষের তেল। প্রণালী- পটলের খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে ফেলুন। পটলের দু'মুখেই গর্ত করে দানাগুলো বার করে নিন। নারকেল , সরষে কাঁচালঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিন। এবার এই মিশ্রণের সঙ্গে নুন, চিনি, তেল মিশিয়ে দিন। এরপর এই মিশ্রণটিকে পটলের মধ্যে ভরে দিন। এবার অন্য একটি পাত্রে দই ,চিনি, নুন দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে রাখুন। কড়ায় তেল গরম করে পেঁইয়াজকুচি বাদামি করে ভাজুন। এবারে তাতে আদাবাটা , রসুনবাটা দিয়ে ভাল করে কষুন। তারপর তাতে একে একে হলুদ গুঁড়ো , লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে আবার ও কষুন। এবার ওই ফেটিয়ে রাখা দইটি দিয়ে গ্রেভি তৈরি করুন। গ্রেভি হয়ে গেলে এতে পটল দিয়ে অল্প আঁচে খানিকক্ষণ রাখুন। তারপর নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন পুরভরা পটল।

মঙ্গলবার আগরতলায় সিপিএম সদর কার্যালয়ে টিএসইউওর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়।

অল মণিপুর হকি ইউনাইটেড ক্লাবের ধর্ণা'ওয়ান গেম ওয়ান বডি' দাবিতে আন্দোলন

ইম্ফল, ১৯ আগস্ট: মণিপুরের হকি খেলার অবনতি রোধে এবং "ওয়ান গেম ওয়ান বডি" নীতি বাস্তবায়নের দাবিতে আজ খুমন লাম্পাক স্টেডিয়ামে অল মণিপুর হকি ইউনাইটেড ক্লাব ধর্মঘট ও ধর্ণা পালন করে।

এই প্রতিবাদে অংশ নেন মণিপুরের বিভিন্ন হকি ক্লাবের খেলোয়াড়, কোচ এবং সদস্যরা। তারা একক খেলাধুলার জন্য একক সংগঠনের তাগিদ জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, কারণ মণিপুরে একাধিক হকি সংগঠনের থাকার ফলে খেলোয়াড়রা মানসিক ও পেশাদার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

এএমএইচইউসি সভাপতি সোরাইসেম রতন সিংহ মিডিয়াকে জানান, একসময় মণিপুরের হকি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অনেক অলিম্পিয়ান তৈরি করেছিল। কিন্তু এখন হকির এই বেহাল অবস্থা অনেক খেলোয়াড়ের মনোবল ভেঙে দিয়েছে যা তাদের ক্রীড়াজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হকিকে সুরক্ষিত ও প্রসারিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মণিপুরে হকি সংগঠন সংক্রান্ত একটি মামলার কারণে খেলোয়াড়দের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। রাজ্য সরকার হকি খেলোয়াড়দের কল্যাণে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না এবং হকি ইন্ডিয়া থেকে আর্থিক সহায়তাও বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশিত "ওয়ান গেম ওয়ান বডি" নীতি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে সিংহ জানান, ভবিষ্যতের খেলোয়াড়দের স্বার্থে এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করা আবশ্যক। এই আন্দোলনের মাধ্যমে মণিপুরের হকি খেলাধুলার উন্নতি ও সংগঠনের ঐক্যের দাবি পুনরায় সামনে এসেছে।

বিটিসি নির্বাচন: নব কুমার সরণিয়া নেতৃত্বাধীন গণ সুরক্ষা পার্টির প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

কোকরাঝার, ১৯ আগস্ট: আসন্ন বোদোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য নব কুমার সরণিয়া নেতৃত্বাধীন গণ সুরক্ষা পার্টি আজ তার প্রথম প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে।

কোকরাঝার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে জিএসপি সভাপতি ও প্রাক্তন কোকরাঝার সাংসদ নব কুমার সরণিয়া তিনজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। ঘোষণা অনুযায়ী, ঘনশ্যাম দাস নং ২৩, দিহিরা বিধানসভা থেকে, মৃদুল দাস নং ১১, বাওখুংগড়ি থেকে এবং বনমালী রাভা নং ৪, জামদুয়ার থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।

সরণিয়া জানান, পার্টি মোটামুটি ১৫ থেকে ১৬টি আসনে প্রার্থী করার পরিকল্পনা করছে। তিনি আরও জানান, বোদোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট সঙ্গে সম্ভাব্য জোট নিয়ে আলোচনা চলছে এবং জিএসপি বিপিএফ নেতৃত্বাধীন সরকারের অংশ হতে চায়। "আমরা বিটিসি-তে 'সেংগেল ইঞ্জিন সরকার' দেখতে চাই," তিনি মন্তব্য করেন।

সাংসদ তথা জিএসপি সভাপতি নব কুমার সরণিয়া ঘোষণা করেন যে তিনি নিজেও বিটিসি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক, তিনি নির্বাচনে লড়াই করবেন। তিনি ফাকিরাগড়ম ও থুরিবাড়ি দুইটি আসন বাছাই করেছেন এবং যেকোনো একটিতে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবেন।

জিএসপি প্রধান আরও জানিয়েছেন, দলের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা আগামী ২৩ জুলাই প্রকাশ করা হবে।

এই ঘোষণার মাধ্যমে বিটিসি নির্বাচনে গণ সুরক্ষা পার্টির উপস্থিতি আরও দৃঢ় হলো এবং বোদোল্যান্ড রাজনীতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ ও সমঝোতার সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল।

মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২৫: উত্তর-পূর্বের প্রতিভা জ্বলজ্বল করল জয়পুরের মঞ্চে

জয়পুর, ১৮ আগস্ট: মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২৫-এর জমকালো ফাইনালে উত্তরের গর্ব হয়ে উঠলেন মণিপুরের সারঙ্গথেম নিরুপমা। কাকচিং খুনৌ লামহাবা লাইকাই থেকে আগত এই তরুণী চতুর্থ রানার-আপের খেতাব অর্জনের পাশাপাশি 'মিস পপুলার' পুরস্কার জিতে দর্শকদের মন জয় করেছেন।

পাঞ্জাবের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী নিরুপমা প্রমাণ করলেন, উত্তর-পূর্বের প্রতিভা জাতীয় মঞ্চে এখনো নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। টপ ফাইভে স্থান পাওয়া ও জনমতভিত্তিক জনপ্রিয়তার এই দ্বৈত সাফল্য তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং ভক্তসমাজের শক্তিকে প্রতিফলিত করে।

রাজস্থানের মনিকা বিশ্বকর্মা এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী হিসেবে মুকুট অর্জন করেন। তিনি আগামী নভেম্বরে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ৭৪তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

এই প্রতিযোগিতায় দেশব্যাপী কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। প্রথম রানার-আপ হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের তানিয়া শর্মা, দ্বিতীয় রানার-আপ মেহাক ঢিঙ্গরা এবং তৃতীয় রানার-আপ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন হরিয়ানার আমিশি কৌশিক।

উত্তর-পূর্বের আরেক প্রতিভা মিজোরামের এভেলিন জ্যাচহিংপুই টপ ২০ ফাইনালিস্টদের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রমাণ করেছেন।গ্লামান্যান্ড গ্রুপ এবং কে সেরা সেরা বক্স অফিস যৌথভাবে আয়োজিত মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২৫-এর দ্বিতীয় সংস্করণ জয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় সৌন্দর্য, প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার এক অনন্য মেলবন্ধন গড়ে উঠে।

শিলংয়ে মুখোশধারী দুই দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে ১৫ বছরের কিশোরী আহত

শিলং, ১৯ আগস্ট: শিলংয়ের জাইয়াও এলাকায় এক কিশোরীকে মুখোশধারী দুই ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ্যে অজানা এক পদার্থের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সময় প্রায় দুপুর ১:৪৫ মিনিটে জাইয়াও প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের মাল্টিপারপাস ইয়ুথ সেন্টারের কাছে এই হামলা ঘটে, যা স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

পঁদ্র বছরের ওই কিশোরী জানিয়েছেন, হামলাকারীরা দুটি চাকার স্কুটারে করে আসছিল; ড্রাইভার হেলমেট পরিহিত এবং যাত্রী মুখে মুখোশ ছিল। তারা তাকে জোরপূর্বক একটি ইনজেকশন দেয় এবং ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়, এমনকি সারিঞ্জটি ফেলে যাওয়ার ঝামেলা পর্যন্ত করেনি। হামলার পর কিশোরী মাথা ঘোরা এবং প্রায় গলায় শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন। তিনি জাইয়াও লাংসনিং ডিসপেনসারিতে চিকিৎসার জন্য যান, কিন্তু সেখানে কোন চিকিৎসক না পেয়ে পরবর্তীতে

অসাম-মেঘালয় সীমান্তে মাদক চোরাচালান ধরিয়ে দুইজন গ্রেফতার

শিলং, ১৯ আগস্ট : আগস্ট ১৯ রাতে আসাম-মেঘালয় সীমান্তে এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০ কিলোগ্রামেরও বেশি গাঁজা এবং লক্ষাধিক টাকার প্রেসক্রিপশন ওষুধসহ দুই মাদক চোরাকারবারিকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব জৈন্তিয়া হিলস জেলা পুলিশের অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স।

লুমশনং পুলিশ স্টেশনের আধিকারিকরা সিলচর থেকে শিলং যাওয়া রাতের বাসে সন্দেহভাজনদের গতিবিধি নজরদারি করার পর গভীর রাতে চেকপয়েন্ট স্থাপন করে। সকাল সাড়ে চারটার দিকে একটি বাস থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানে সিলচরের ৪২ বছর বয়সী আমল নাথ এবং ত্রিপুরার ধোলাই জেলার রদিকা রঞ্জন দাসকে গ্রেফতার করা হয়।

তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১০.৩৫ কেজি গাঁজা, ২,৭৩৬টি ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড ক্যাপসুল এবং ৬,০০০টি নাইট্রাজেপাম ট্যাবলেট। এছাড়াও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। এই তল্লাশি নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস আইনের ৫০ ধারার অধীনে স্বতন্ত্র সাক্ষীর উপস্থিতিতে পরিচালিত হয়।

পুলিশ সুপার বিকাশ পি এস জানান, গ্রেফতারকৃতরা সীমান্ত অতিক্রমকারী বড় মাদক চক্রের সদস্য বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। লুমশনং পুলিশ স্টেশনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্তকারী দল সরবরাহ শৃঙ্খল খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

পুলিশ সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করেছে মাদক চোরাচালানে জড়িত অন্যদের তথ্য দিতে। গোপনীয়তা এবং উপযুক্ত পুরস্কারের আশ্বাস দিয়ে নাগরিকদের নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কোকরাঝাড়ে শহীদ বিনেশ্বর ব্রহ্মার ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

কোকরাঝাড়, ১৯ আগস্ট: বোদো সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি এবং বোদো সাহিত্য আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব শহীদ বিনেশ্বর ব্রহ্মার ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ মঙ্গলবার কোকরাঝারের চন্দামারীর সমাধিস্থলে গভীর শ্রদ্ধা ও ভাবগম্ভীরতার সঙ্গে পালন করা হয়।

২০০০ সালের ১৯ আগস্ট অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত বিনেশ্বর ব্রহ্মাকে বোদো ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একজন দূরদর্শী নেতা হিসেবে স্মরণ করা হয়। তাঁর অকাল প্রয়াণের পর থেকে বোদো সাহিত্য সভা প্রতি বছর এই দিনটিকে তাঁর অবিচল সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পালন করে আসছে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় বোদো সাহিত্য সভার সভাপতি ডঃ সুরথ নারজারী কর্তৃক বোদো সাহিত্য সভার পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলনের মাধ্যমে। এরপর শহীদ ব্রহ্মার সমাধি ও মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এই স্মরণসভা তাঁর ত্যাগ ও বলিদানের এক হৃদয়স্পর্শী প্রতিফলন ছিল।

এর পর একটি মুক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বক্তারা বিনেশ্বর ব্রহ্মার বোদো সম্প্রদায়ের প্রতি অমূল্য অবদান ও তাঁর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দর্শনীয় নেতৃত্বের কথা স্মরণ করেন। তাঁর বোদো সাহিত্য আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের স্বপ্ন আলোচিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের কেবিনেট মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্মা, বিধায়ক লরেন্স ইছলারি, বিটিসি বিধানসভা স্পিকার কটিরাম বড়ো এবং কোকরাঝার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গণেশ ওয়ারী। তারা সকলেই শহীদ বিনেশ্বর ব্রহ্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন।

শহীদ বিনেশ্বর ব্রহ্মার স্মৃতিচারণ আজকের অনুষ্ঠানকে একটি গভীর ভাবনার জায়গা করে তুলেছিল এবং বোদো জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

রেলব্রীজ সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার এক ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৯ আগস্ট:বিলোনিয়া মনুরমুখ রেলব্রীজ সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার এক ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটা নাগাদ বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাসপাতালের মর্গে। কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তা জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে আগরতলা সাবরুমগামী ট্রেনে কাঁটা পরে মৃত্যু হয়েছে এই ভবঘুরে মহিলার।

সুদর্শন রেড্ডি বনাম সি পি রাধাকৃষ্ণন: উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী শিবিরের প্রার্থী ঘোষণা

নয়া দিল্লি, ১৯শে আগস্ট: সাবেক সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডিকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য বিরোধী ভারত জোটের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন।

খাড়গে জানান, 'সব বিরোধী দল একমত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য বড় সাফল্য।' সুদর্শন রেড্ডি, যিনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং গোয়ার প্রথম লোকায়ুক্ত ছিলেন, তিনি এনডিএ-র প্রার্থী সি পি রাধাকৃষ্ণনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

অন্যদিকে, ৬৭ বছর বয়সি রাধাকৃষ্ণন একজন অভিজ্ঞ বিজেপি নেতা, বর্তমানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল এবং তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। গত সপ্তাহে এনডিএ তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে।

লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের নিয়ে গঠিত নির্বাচনী কলেজে এনডিএ-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায়, সি পি রাধাকৃষ্ণনের জয় নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। তবুও, বিরোধী শিবির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রতীকী নয়, বরং গণতন্ত্রের লড়াই বলে তুলে ধরছে। উল্লেখযোগ্য যে, বিদায়ী উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় হঠাৎ করে ২১শে জুলাই পদত্যাগ করেন, স্বাস্থ্যজনিত কারণে। এনডিএ-র প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপির সংসদীয়

বিদ্যুতের ছোবলে গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে বিশ্বজিৎ দেববর্মা সেখানে চিকিৎসাধীন। তবে সেন্টু দেববর্মার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ট্রান্সফরমারটি রাস্তার পাশে বেপরোয়া ভাবে পড়ে থাকলেও বিদ্যুৎ দপ্তর কোনও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এলাকায়। মঙ্গলবারের ঘটনাটি সেই গাফিলতিরই ফল বলে দাবি করছেন সাধারণ মানুষ।

এদিকে ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, বিদ্যুৎ দপ্তর কবে নাগরিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেবে।

তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা

● প্রথম পাতার পর

মাণিক্য তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর কল্যাণে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন তিনি। হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারও মহারাজার চিন্তাধারাকে পাথেয় করে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত রাজ্য সরকারগুলির সময়ে ত্রিপুরার রাজাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলেই রাজ্যের একমাত্র বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রমের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। তাঁর জন্মদিবস ১৯ আগস্টকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জন্মদিবসে কেবলমাত্র মহারাজার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেই হবে না, তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে অবহিত করতে হবে। দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলা থেকে আসা অগণিত মানুষকে তিনি উদারহস্তে খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে মহারাজার মানবিক মূল্যবোধের চরিত্র ফুটে উঠে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মাণিক্য রাজবংশের শেষ চার জন রাজার এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। মহারাজা বীর বিক্রমই কবিগুরুকে ভারত ভাস্কর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের পুরোনো কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধারক ও বাহক করে রাজ্যের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস ও সবকা বিশ্বাস এটি শুধু স্লোগানই নয়, সাধারণ মানুষের প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ববোধকে প্রকাশিত করে। ভারতবর্ষ বহুবার বিদেশি শক্তির আক্রমণের শিকার হয়েছে। তারপরেও এদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আজও বিদ্যমান। যা ভারতীয় হিসেবে আমাদের গর্বের।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা লাভে এবং বর্তমানে তা রক্ষার কাজে যেসকল মহান ব্যক্তিরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে ওয়াকিবহাল করার লক্ষ্যে এক অভূতপূর্ব কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। কারণ বীর শহীদদের বলিদানকে উপেক্ষা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জনজাতি সকলেই এ দেশের সন্তান। সবার সার্বিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই মহান দেশ গঠন সম্ভব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, বর্তমান সরকারের সময় রাজাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। রাজ্য ও রাজ পরিবারের প্রতি এখনও রাজ্যের মানুষ শ্রদ্ধাশীল। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে সাংসদ কৃতী দেবী দেববর্মণ বলেন, ত্রিপুরার রাজা ও রাজ পরিবার সর্বদাই এ রাজ্যের জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে গেছে। প্রান্তিক এই রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে জাতি, জনজাতি সকলকে ভ্রাতৃত্ববোধে আবিষ্ট হয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। তাছাড়া মহারাজার জীবন ও কর্মকান্ড নিয়ে অনুষ্ঠানে একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র বিধায়ক দীপক মজুমদার, পদ্মশ্রী স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশ গণচৌধুরী, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য।

এদিকে, সকালে কামান চৌমুহনিস্থিত জিরো পয়েন্টে স্থাপিত মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ কর্পোরেটরগণ।

যুদ্ধ বিরতির

● প্রথম পাতার পর

প্রশ্নে আমেরিকার ভূমিকা এবং ইউরোপীয় সংহতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারির বিতর্কিত বৈঠকের ছায়া এ দিন আর দেখা যায়নি। বরং একে অপরের প্রতি সৌজন্যপূর্ণ মনোভাবেই ফুটে উঠল নতুন সমীকরণ। জেলেনস্কির পরনে ছিল গাঢ় কালো পোশাক, যা অনেকের মতে, "প্রায় স্যুটের মতোই"। তাঁর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বক্তব্যে ধন্যবাদে ভরিয়ে দেন ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনকে। ট্রাম্পও প্রশংসা করেন জেলেনস্কির পোশাকের।

বৈঠকে ইউক্রেনের মানচিত্র নিয়ে ছোটখাটো মতানৈক্য দেখা গেলেও তা বিতণ্ডায় রূপ নেয়নি। বরং পরবর্তী আলোচনায় তা গৌণ হয়ে ওঠে। আপাতত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। তবে কোথায় এবং কবে তা হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। জার্মান চ্যান্সেলরের দাবি, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যেই জেলেনস্কি-পুতিন মুখোমুখি হতে পারেন। ইউরোপের দাবি, রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করানোই আলোচনার প্রথম পদক্ষেপ।

দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে।রাজনৈতিক মহলের অভিমত, আলোচনার অন্যতম মূল বিষয় ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং আগামী দিনের উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা নির্দিষ্ট করা।

সব মিলিয়ে এদিনের বৈঠক শুধু রাজনৈতিক কৌশল নয়, বরং জনজাতি সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের সমন্বয়ের একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে।

বিশালগড়ে নেতাজির মূর্তি

● প্রথম পাতার পর

প্রতিফলন নয়। যাঁর ছবির আদলে মূর্তিটি তৈরি হয়েছে, বাস্তবে তাঁর চেহারার সঙ্গে নেতাজির কোনো মিল নেই। ফলে এটি জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং নেতাজির ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে অসম্মানিত করছে।

স্থানীয় জনসাধারণের দাবি, অবিলম্বে বর্তমান মূর্তিটি সরিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঠিক প্রতিকৃতির অনুরূপ একটি নতুন মূর্তি স্থাপন করতে হবে। তাঁরা প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন নেতাজির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

প্রতিবাদকারীরা জানিয়েছেন, নেতাজির মতো মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিচিহ্নকে বিকৃত আকারে রেখে দেওয়া ইতিহাসের প্রতি অসম্মান এবং আগামী প্রজন্মের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে দেওয়ার শামিল। তাই দ্রুত এই বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও নতুন মূর্তি বসানো এখন সময়ের দাবি।

চুরি যাওয়া তিনটি বাইক

● প্রথম পাতার পর

চালিয়ে বিশালগড় এবং জয়পুর থেকে আরও দুইজন ছিনতাইকারীকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ধৃতরা হলেন, আকাশ দাস, সাকিল, পিন্টু এবং ঝুটন মিয়া। তারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চুরি ও ছিনতাইকারী ঘটনা সংঘটিত করে। তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

মহারাজের জন্মবার্ষিকীতে

● প্রথম পাতার পর

প্রচেষ্টার জন্য তিনি প্রশংসিত। জনসেবার প্রতি তাঁর আবেগ, দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করে। এদিন তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

তাছাড়া, আজ সকালে এক্স হ্যান্ডেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি 'আধুনিক ত্রিপুরার স্থপতি' হিসেবে স্মরণীয়, যাঁর শিক্ষা, পরিকাঠামো এবং প্রশাসনে দূরদর্শী সংস্কার রাজ্যের প্রগতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তিনি আরও বলেন, তাঁর ঐতিহ্য ও কীর্তি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। পাশাপাশি, তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা।

মিছিলের অনুমতি না

● প্রথম পাতার পর

চাকুরির প্রথমদিন থেকেই নিয়মিত বেতনক্রম প্রদান করতে হবে। এন পি এস, ইউ পি এস বাতিল করে পুরনো পেনশন পদ্ধতি পুনরায় চালু করতে হবে।

অবিলম্বে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে নূন্যতম একজন করে ক্রীড়াশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। ১০৩২৩ ভূক্ত চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের অবিলম্বে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করতে হবে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে সমগ্র শিক্ষায় (এস এস এ) নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিত বেতনক্রম প্রদান করতে হবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চমাধ্যমিকস্তরে শারীর শিক্ষাকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসেবে চালু করতে হবে।

মঙ্গলবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে মহারাজের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়।

প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৭ তম জন্মবার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৭ তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ মর্য্যাদা পালন করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে মহারাজের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আশীষ কুমার সাহা বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের একজন অন্যতম রাজা ছিলেন বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। উনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি প্রজাসুলভ মনোভাব নিয়ে রাজ্য শাসন করেছেন। রাজ্যে স্কুল কলেজ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সবগুলোই বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন শান্তির প্রতীক।

রাজন্য আমল থেকে জাতি উপজাতির মধ্যে একটি ঐক্যের সম্পর্ক ছিল।বর্তমানে যার ভেতরে ফাটল তৈরি করার চেষ্টা চলছে। এই রাজ্যের জাতী উপজাতির বন্ধন কে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে যা কংগ্রেস কোনো মতে মেনে নিতে পারে না। পাশাপাশি তিনি রাজ্যবাসীর কাছে জাতি উপজাতির মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা আহব্বান জানায়।

পশ্চিম জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের উদ্যোগে পশ্চিম জেলা কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। উপস্থিত পশ্চিম জেলার জেলা শাসক বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সহ অন্যান্যরা। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৭ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার বলেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। তাকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যেই পশ্চিম জেলা জেলাশাসক অফিসের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনেও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জেলা শাসক জানিয়েছেন। এদিন রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে জেলাশাসক অফিসের কর্মচারীবৃন্দসহ সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সাতারায় ভয়াবহ ঘটনা: মদ্যপ অটো চালককে থামাতে গিয়ে গুরুতর আহত মহিলা ট্রাফিক কনস্টেবল

সাতারা, ১৯ আগস্ট : মহারাষ্ট্রের সাতারা শহরে এক বেপরোয়া ঘটনার সাক্ষী থাকল পথচারীরা। ডিউটিতে থাকা এক মহিলা ট্রাফিক পুলিশ সদস্যাকে মদ্যপ অবস্থায় থাকা এক অটোচালক টেনে নিয়ে গেলেন প্রায় ১২০ মিটার দূর পর্যন্ত।

ঘটনাটি ঘটেছে সাতারা শহরের একটি ব্যস্ত মোড়ে। কনস্টেবল ভাগ্যশ্রী যাদব সেখানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। এসময় তিনি দেবরাজ কালে নামের এক অটোচালককে থামার নির্দেশ দেন। কিন্তু মদ্যপ অবস্থায় থাকায় জরিমানার ভয়ে অটোচালক পালানোর চেষ্টা করে।সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, অটোচালক থামার বদলে অটো এগিয়ে নিয়ে যায়, আর কনস্টেবল ভাগ্যশ্রী সেটিতে আঁকড়ে ধরে পড়ে যান। এভাবেই তাকে প্রায় ১২০ মিটার টেনে নিয়ে যায় অটোটি। শেষ পর্যন্ত পথচারীরা সাহসিকতার সঙ্গে অটোটি আটকায়, চালককে ধরে মারধর করে এবং কনস্টেবলকে উদ্ধার করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াইয়ে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: খোয়াই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং খোয়াই কালচারেল সেলের সহযোগিতায় আজ খোয়াই পুরাতন টাউনহলে জেলাভিত্তিক মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। রাজ্যের শিক্ষা, রাস্তাঘাট, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়নে তার বিশেষ অবদান ছিল। জাতি ও জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজার চিন্তা, ভাবনা ও আদর্শকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বেশি করে তুলে ধরতে হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন জিলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় দত্ত, খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য অনুকূল দাস, খোয়াই পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের যুগ্ম অধিকর্তা দিলীপ কুমার দেববর্মা। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে অতিথিগণ মহারাজার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

শান্তিরবাজারে জেলাভিত্তিক মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ আগস্ট: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ শান্তিরবাজারের কোয়াইফাং কমিউনিটি হলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, মহারাজা বীরবিক্রমের রাজত্বকালেই রাজ্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, শিল্প ইত্যাদির উন্নয়ন হয়। তাই তাঁকে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মহারাজার দেখানো পথকে অনুসরণ করেই বর্তমান রাজ্য সরকার জনকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এম.ডি.সি. সঞ্জীব রিয়াং, জোলাইবাড়ি বি.এ.সি.-র ভাইস চেয়ারম্যান জিতিরাম ত্রিপুরা, টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র দক্ষিণ ত্রিপুরা জোনালের চেয়ারম্যান নারায়ণ রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি, জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিও নবব্রত দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজিত দত্ত প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, শান্তিরবাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শম্ভু মানিক, জোলাইবাড়ি বি.এ.সি. চেয়ারম্যান অশোক মগ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ মহারাজার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

বিশালগড় মন্ডলের গনেশ পূজায় আসছেন জি-সারেগামাপা খ্যাত অনিক ধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ আগষ্ট: এবছর বিশালগড় বিজেপি মন্ডল আয়োজিত গনেশ পূজায় আসছেন জি-সারেগামাপা খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী অনিক ধর। আসছে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত মহিলা ঢাকিদের দল। আসছেন জি বাংলা সারেগামাপা খ্যাত আরো একজন সঙ্গীত শিল্পী ঋক বসু। তাছাড়া রয়েছে রক্তদান শিবির, বসে আকোঁ প্রতিযোগিতা সহ চারদিন ব্যাপী নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসুচি।

বিধায়ক সুশান্ত দেবের উদ্যোগে দুই বছর ধরে প্রতিমাসে আয়োজিত রক্তদান শিবির রক্তদাতাদের সংবর্ধিত করা হবে এবছরের গনেশ পূজায়। সাথে বিজেপি বিশালগড় মন্ডলের ৬০ জন বুথ সভাপতিদের সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। ২৬ আগষ্ট সনাতনী সন্তদের উপস্থিতিতে হবে পূজা মণ্ডপের উদ্বোধন এবং ৩০ আগষ্ট বিসর্জন। প্রতিদিন থাকবে মহা প্রসাদের ব্যবস্থা। এই বিষয়ে বিশদ জানিয়েছেন বিশালগড় বিজেপি মন্ডল পূজা কমিটির সহ সভাপতি শ্যামল দেবনাথ। মঙ্গলবার মন্ডল কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতসী দাস, পূজা কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রশান্ত দেব সহ অন্যান্যরা।

গাছ কাটার ফলে সৃষ্ট যানজটে ভোগান্তি যানচালকদের, রাস্তায় নেমে নিজেই যানজট স্বাভাবিক করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: মঙ্গলবার জিরানিয়া মাধব বাড়িতে রাস্তা সংস্কার এবং গাছ কাটার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল যানজট। আর সেই সময় পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নিজের কনভয়ে থামিয়ে রাস্তার যানজট উন্মুক্ত করে দেন। মন্ত্রীর এই সেবার মনোভাব জনতাকে আপ্লুত করেছে।

জিরানিয়া যাওয়ার পথে মাধববাড়িতে রাস্তা সংস্কার এবং গাছ কাটার কারণে মঙ্গলবার দিন তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলে রাস্তার দুই দিকে আটকেছিল শত শত গাড়ি। আর ঠিক এই সময় মাধব বাড়ি হয়ে জিরানিয়া যাচ্ছিলেন পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এই দৃশ্য দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কনভয় থামিয়ে নিজে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার যানজট স্বাভাবিক করে দেন।

রাস্তায় দীর্ঘ সময় পড়ে থাকে গাছটি মন্ত্রীর নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে কাটা হয়। আর উন্মুক্ত হয় সড়ক। এরপর রাস্তা উন্মুক্ত রাখার জন্য পুলিশকর্তাদের বিশেষ নির্দেশ দেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রীর এই মানবদরদী এবং মানব সেবার মনোভাবে সাধারণ যাত্রী থেকে যান চালক সবাই আপ্লুত হন।

মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে ত্রিপুরার রূপকার মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করল বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা। বাণীবিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ের বাগানগুলিতে এ উপলক্ষ্যে সব্জি, ফুল, ফল ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা রোপন করা হয়।

বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার রাজ্য কমিটির কনভেনার তথা বিশিষ্ট শিক্ষক মনোজ রায় ও সদস্য তথা প্রধান শিক্ষক হিরন্ময় রায়। বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের মায়েদের নিয়ে সামিল হয়। প্রসঙ্গত বাণীবিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ৫টি ফুল, ফল, সব্জি ও ঔষধি উদ্ভিদের বাগান রয়ে গেছে যাতে প্রায় ১০০ প্রজাতির ফুল, ফল, সব্জি ও ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে।

মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের চিন্তাভাবনা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের চিন্তাভাবনা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। উনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষনীয় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার মহারাজাদের সম্মান প্রদর্শনে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে।

আজ সকালে আগরতলার কামান চৌমুহনীর জিরো পয়েন্টে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর একজন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি ছিলেন। উনার চিন্তাভাবনা আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার বলা হতো তাঁকে। বর্তমান ত্রিপুরার উন্নয়নের ক্ষেত্রে উনার যে চিন্তাভাবনা বা স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটাকে এখন বাস্তবায়ন করছে ত্রিপুরা সরকার। বিদ্যাপীঠ নিয়ে খুব চিন্তাভাবনা করতেন তিনি। পড়াশুনার ক্ষেত্রে একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা চিন্তা করেছিলেন তিনি। সেটাকে সামনে রেখে তিনি চেয়েছিলেন এখানে একটা মেডিকেল কলেজ হোক, জেনারেল কলেজ হোক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোক। আর সেটাকে বাস্তবায়িত করছে রাজ্যের বর্তমান সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা দেখেছি আগের সরকার কিংবা যেকোন দল মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। উনি ত্রিপুরার জন্য যা কাজ করে গেছেন সেটা যাতে মানুষ জানতে না পারে তারও ব্যবস্থা তারা করেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার পর এবং আমাদের সরকার ২০১৮তে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা মহারাজাদের সম্মান প্রদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছি। আজ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী। এজন্য আমরা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করছি। আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে বলবো উনার কীর্তি এবং ত্রিপুরার জন্য তিনি যা করে গেছেন সে সম্পর্কে অবগত করতে হবে। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার শেষ মহারাজা। এরআগে বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর, রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুর, বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুরের শাসন কাল ছিল রাজ্যে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ত্রিপুরাকে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। ১৯৪২ সালে ত্রিপুরায় সিঙ্গারবিলে এয়ারপোর্ট স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলেন। সেসব দেশে গিয়ে সেই দেশের প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি। আধুনিক শহর গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা নিয়ে রাজ্যে ফিরেই সেভাবে কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। জাতি জনজাতি সকলকে একসাথে নিয়ে চলার জন্য গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দাঙ্গা পীড়িত মানুষের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি। হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়েও বেনুবন বিহার বুদ্ধ মন্দির স্থাপন করেছিলেন তিনি। সব ধর্মের প্রতি সমান আস্থা ছিল তাঁর। উনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। আজ মহারাজার জন্মবার্ষিকীতে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে হার্দিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাই।

এই কার্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পুর নিগমের কর্পোরেটের রত্না দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

সাউথ ত্রিপুরা ইয়ূথ ফোরামের উদ্যোগে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৯ আগস্ট: মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিনে স্বাস্থ্য পরিষেবা কে সাধারন অংশের জনগণের হাতের কাছে পৌছে দিতে সাউথ ত্রিপুরা ইয়ূথ ফোরামের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। গ্রামীণ কিংবা শহর এলাকার জনগন যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে পারে তারজন্য এই ধরনের উদ্যোগ বলে জানান ফোরামের পক্ষ থেকে।

মঙ্গলবার বিলোনীয়া শহরের আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার বেলা এগারটায় অডিটোরিয়ামে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্ভোদন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন।নিউরো সাইন্স আগরতলা এই দিনের স্বাস্থ্য শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। সাউথ ত্রিপুরা ইয়ূথ ফোরাম এমন একটি সামাজিক সংসা যা বিগত দিনে বিভিন্ন সময়ে দুর্য্যোগ পূর্ন পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থেকে সাহায্য করার উদ্যোগ নিয়ে কাজ করেছে। আজকের স্বাস্থ্য শিবিরে বিলোনীয়া শহরের দূরদূরান্ত থেকে আসা প্রায় শতাধিক মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহন করে। স্বাস্থ্য পরিষেবা হাতের কাছে পেয়ে এলাকার জনগন খুব খুশি।স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধ বিতরন করা হয়।

স্বাস্থ্য শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয় নিউরো সার্জন ডাঃ এ সিধ্বা রেড্ডী,জি সিরাম রেড্ডী,এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, বিলোনীয়া হাপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তাপস মজুমদার। এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহন করায় উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানান অতিথিগন। সাউথ ত্রিপুরা ইয়ূথ ফোরামের পক্ষ থেকে বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে কে ষ্টেট জেনারেল হাসপাতালে রুপান্তরিত করার দাবি রাখেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিলোনীয়ার স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরো উন্নতর করার লক্ষ্যে দাবি জানিয়ে আসছেন বলে জানান ফোরামের পক্ষ থেকে।

ধর্মনগরে অ্যাপোলো প্যাথলজি ক্লিনিকে এবারে রোগী দেখবেন বিষেশজ্ঞ চিকিৎসকরা, জানালেন কর্ণধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ আগস্ট: ধর্মনগর রাজবাড়ী বটরশি এলাকায় অবস্থিত অ্যাপোলো প্যাথলজি ক্লিনিকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রায় দশ বছর আগে এই ক্লিনিকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই সময় থেকে সুনামের সাথে পরিষেবা দিয়ে আসছে।

প্রায় তিন বছর পূর্বে ক্লিনিকটির কর্ণধার পান্না আচার্য্য কুমারঘাটে আরও একটি অ্যাপোলো প্যাথলজি কেন্দ্র চালু করেন, যা বর্তমানে সমান জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের সাথে চলছে। সম্প্রতি উত্তর জেলার কদমতলা ব্লক চৌমুহনী এবং পানিসাগর সরকারি হাসপাতালের সামনে নতুন করে আরও দুটি অ্যাপোলো প্যাথলজি ক্লিনিক চালু হয়েছে।

পান্না আচার্য্যের বক্তব্য অনুযায়ী, মানুষের চিকিৎসা সেবাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। তিনি আরও জানান, আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর ধর্মনগর অ্যাপোলো প্যাথলজি সেন্টারে দুইজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগী দেখবেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ড. সুজিত পাল (এমডি, বিএম — গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি) এবং ড. মান্না ভট্টাচার্য (এমডি, বিএম — কার্ডিওলজি)।

উত্তর জেলার রোগীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক সুসংবাদ, কারণ এখানকার বাসিন্দারা এখন স্থানীয় পর্য্যায়েই এই দুই বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

কাজল বর্মণের শহিদান দিবস উপলক্ষে মেলাঘর সিপিআইএম কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: কাজল বর্মণের শহিদান দিবস উপলক্ষে মেলাঘর সিপিআইএম কার্যালয়ে বাম ছাত্র যুবাদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে এদিন রক্তদান করেছেন সংগঠনের যুবারা। এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, কাজল বর্মনের মত নেতৃত্বরা সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগণ। যারা খাদ্যের জন্য লড়াই করেছিলে, মানুষের মুখে দুবেলা দু'মুঠো খাবার তুলে দেওয়ার জন্য লড়াই করেছেন। আজও কাজল বর্মনের সেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উনার দিকনির্দেশনাতে মানুষের মুখে দুবেলা দু'মুঠো খাবার তুলে দিতে লড়াই অব্যাহত রেখেছে বামেরা। বর্তমান বিজেপি সরকার মানুষের মৌলিক অধিকার নিয়ে নিচ্ছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই অচলাবস্থা লক্ষ করা যাচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কাজল বর্মনের মতো শহীদদের দিক-নির্দেশনাতে সাধারণ জনগণের জন্য এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নকল হলোগ্রাম-চক্রে মনুভ্যালীর চা, সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক অভিযোগ

কৈলাসহর, ১৯ আগস্ট: কৈলাসহরের প্রাচীন চা-বাগান মনুভ্যালী টি এস্টেট-এর ব্র্যান্ডের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বাগান কর্তৃপক্ষ। আজ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাগানের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার প্রবীর দে জানান, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে মনুভ্যালীর চাপাতার প্যাকেটের সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে নকল হলোগ্রাম তৈরি করে চা বিক্রি করছে।

প্রবীর দে বলেন, "মনুভ্যালীর চাপাতা শুধু ত্রিপুরায় নয়, বাইরেও একটি পরিচিত নাম। অথচ আমাদের সুনামকে কাজে লাগিয়ে একদল দালালচক্র ভুয়া হলোগ্রাম ব্যবহার করে সাধারণ ক্রেতাদের প্রতারিত করছে। ফলে বাজারে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে এবং প্রকৃত কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।"

তিনি আরও জানান, সম্প্রতি কৈলাসহর ও তার আশপাশের বাজার থেকে বেশ কয়েকটি নকল হলোগ্রামযুক্ত প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনা চা শিল্পের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি রাজ্যের কৃষক ও শ্রমিকদের আয়কেও প্রভাবিত করছে।

প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের চিন্তাধারাকে রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়াই বিজেপি সরকারের মূল লক্ষ্য। আজ মহারাজার জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সহ সভাপতি সুবল ভৌমিক।

আজ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৭ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ। সহ সভাপতি সুবল ভৌমিক, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, এডিসি এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানালেন দলীয় নেতৃত্বরা।

এদিন সুবল ভৌমিক বলেন, আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার ছিলেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। আজ ১১৭ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নে তিনি নিরন্তর কাজ করে গিয়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব কাজ করে গিয়েছেন তিনি।

টিএসইউ-র ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

আগরতলা, ১৯ আগস্ট : যথাযোগ্য মর্যাদায় ছাত্র ছাত্র যুব ভবনে টিএসইউর ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। এদিন দলের নেতৃত্ব তাদের পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি শহীদদের স্মৃতিতে নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

পাশাপাশি, এই প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের নেতৃত্বরা ককবরক ভাষাকে অষ্টম তহশীলে অন্তর্ভুক্ত করা এবং নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। এদিন দলের এক ছাত্র নেতা বলেন, ১৯৭৮ সালের ১৯ এবং ২০ আগস্ট খোয়াই টাউন হলে রাজ্যের ৪০০ জন উপজাতি প্রতিনিধির অংশগ্রহণে দুই দিনের সম্মেলনে আঘোর দেববর্মা কর্তৃক উপজাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের পথ চলা শুরু হয়েছে। এখনো পর্য্যন্ত টিএসইউ ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে লড়াই করে যাচ্ছে। আজকের প্রতিষ্ঠা দিবসে মূল স্লোগান হল, ককবরক ভাষাকে অষ্টম তহশীলে অন্তর্ভুক্ত করা এবং নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিলোনিয়া মনুরমুখ রেলব্রীজ সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার এক ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৯ শে আগস্ট: বিলোনিয়া মনুরমুখ রেলব্রীজ সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার এক ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাড়ে ৬ টা নাগাদ বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাসপাতালের মর্গে। কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে তা জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে আগরতলা সাবরুমগামী ট্রেনে কাঁটা পরে মৃত্যু হয়েছে এই ভবঘুরে মহিলার।

ঠিকাদারের নেতৃত্বে দিনদুপুরে এক শ্রমিককে তুলে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা, ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ আগস্ট: দিনদুপুরে উদয়পুর মহারানী এলাকা থেকে অপহরন করা হয় এক শ্রমিককে। উদয়পুর নবশক্তি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এক বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ তাকে। এই ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

উদয়পুর মহারানী এলাকা থেকে দিন দুপুরে প্রকাশ্যে অপহরণ করে নিয়ে গেল এক শ্রমিককে। শ্রমিকের নাম সজল দে। মহারানী এলাকায় গ্যাসের পাইপ লাইনের কাজ করে সে। সজল দে ছিল হেড মিস্ত্রি। মঙ্গলবার আনুমানিক ১১ ঘটিকায় পারভেজ খান নামে এক ঠিকাদার এর নেতৃত্বে চারজন বুলেরু গাড়ি নিয়ে সজল দে কে কিডন্যাপ করে উদয়পুর নবশক্তি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এক বাড়িতে আটকে রাখে বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, পারভেজ খান সোনামুড়া নেপকোতে কর্মরত এবং পেশায় একজন ঠিকেদার। উনার নেতৃত্বে হেড মিস্ত্রি সজল দে কে মহারানী থেকে তুলে নিয়ে আটকে রাখা হয়। তবে কি কারণে আটকে রাখা হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি।

ক্রীড়াঙ্গন

ক্লাব লীগ ক্রিকেটে বিসিসি-কে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে কসমোপলিটন ক্লাব। লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে ৮৬ রানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে কসমোপলিটন ক্লাব গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এমবিবি স্টেডিয়ামে আজকের খেলায় ৮৬ রানের ব্যবধানে বিসিসি কে পরাজিত করেছে। মাঠকে প্রস্তুত করে নিতে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে খেলা শুরুতে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৩ করা হয়েছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কসমোপলিটন ক্লাব নির্ধারিত ৩৩ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৯৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দ্বীপ দেবের ৬১ রান এবং দীপঙ্কর ভাটনগরের ৩২ রান এবং শুভজিৎ সূত্রধরের ২৪ রান উল্লেখযোগ্য। বিসিসির বিশ্বজিৎ দেব চব্বিশ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিসিসি ২৪.৫ ওভার খেলে ১০৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কসমোপলিটনের সৌভিক চক্রবর্তী নয় রানে এবং রিয়াদ হোসেন ২৫ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রিয়াদ হোসেন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

১০ উইকেটে জয়ী মৌচাক গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় মৌচাক ক্লাবের। দশ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। হারিয়েছে ইউনাইটেড বি এস টি কে। এই জয়ের সুবাদে মৌচাক ক্লাব গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এর স্বীকৃতি পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে। যদিও এই যোগ্যতা লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচের আগেই পেয়েছিল। তবে আজকের জয় তাদের গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি দিয়েছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড বিএসটি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৫০ ওভারের খেলায় ৩১.৩ ওভার খেলে ৬২ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অসিত সাহা সর্বাধিক ১২ রান পায়। মৌচাক ক্লাবের সুব্রত চক্রবর্তী নয় রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে ইউনাইটেড বিএসটিকে রুখে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া চন্দ্রস্নাত গোস্বামী ছয় রানে তিনটি এবং মানিক আহমেদ সাত রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব ১৫ ওভার খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনিং জুটিতে সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৩৭ রান এবং জয় চক্রবর্তী ১৮ রান সংগ্রহ করে উইকেটে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। উল্লেখ্য, ইউনাইটেড বিএসটি লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে পরাজিত হলেও লীগ পর্যায়ে দুটি জয় এবং দুটি পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে।

ক্রিকেটে রাজি, হকিতে নয়, এশিয়া কাপে হবে না ভারত-পাক দ্বৈরথ?

নয়াদিল্লি: প্রবল সমালোচনার মাঝেও সামনের মাসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আয়োজিত এশিয়া কাপে ভারত বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজিত হতে চলেছে। এই মাসে হকির এশিয়া কাপও আয়োজিত হওয়ার কথা। বিহারের রাজগীরে আয়োজিত হবে এই টুর্নামেন্ট। ক্রিকেটে খেলতে রাজি হলেও পাকিস্তান দল হকির এশিয়া সেরা হওয়ার লড়াইয়ে ভারতের হয়ে খেলতে নারাজ।

ভারত সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের দলকে এই টুর্নামেন্টের জন্য ভিসা দেওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে পড়শি দেশের হকি ফেডারেশন নাকি এদেশে নিরাপত্তাজনিত অভাব বোধ করায় খেলতে আসতে চায় না।

তারা যদি দুই দিনের মধ্যে এশিয়া কাপে অংশগ্রহণের বিষয়টি না নিশ্চিত করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের বদলে এশিয়া কাপে খেলতে দেখা যেতে পারে। এই টুর্নামেন্টের আয়োজকরা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের হকি ফেডারেশনের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা বলেছেন বলে খবর। গোটা বিষয়টি বুধবারের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে হকি ইন্ডিয়ার তরফে মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হকি ফেডারেশনের তরফে সোমবার জানানে হয়, ”ভারত সরকারের তরফে তো ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ভিসা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। তবে একান্তই যদি পাকিস্তান ভারতে খেলতে আসতে না চায়, তাহলে তাতে আমাদের কিছু করার নেই। সেটা আমাদের উদ্বেগের কারণ নয়।

পাকিস্তান যদি না আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে আমাদের এই বিষয়ে নিশ্চয়তা পেতে আরও দুই দিন অপেক্ষা করতে হবে। এখনও অবধি পাকিস্তান বা বাংলাদেশ, কারুর তরফেই আমাদের কিছু নিশ্চিত করে জানানো হয়নি। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশই পাকিস্তানের বিকল্প।”

ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি এই টুর্নামেন্টে চিন, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান এবং চিনা তাইপের খেলার কথা। আট দলের এই টুর্নামেন্ট পরের বছরের হকি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব হিসাবেও কাজ করবে। তবে পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দুই দেশের মধ্যেকার রাজনৈতিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে। এর মধ্যে পড়শি দেশের সঙ্গে সব ধরনের লেনদেনই ভারতের তরফে বন্ধ করা হয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও প্রবল সমালোচনার মাঝে পাকিস্তানের সঙ্গে অবশ্য ক্রিকেটের এশিয়া কাপে খেলতে নামবে ভারত, এখনও পর্যন্ত এটাই নিশ্চিত। হকির ক্ষেত্রে কিন্তু ছবিটা ভিন্ন দেখা গেল।

অস্ট্রেলিয়া সফরের দু'মাস আগে প্রস্তুতি শুরু রোহিতের, ভারতের প্রাক্তন সহকারী কোচের কাছে অনুশীলন

লন্ডনে ছুটি কাটাচ্ছেন বিরাট কোহলি। রোহিত শর্মা কিন্তু বসে নেই। ভারতীয় দলের প্রাক্তন সহকারী কোচের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন ভারতের এক দিনের দলের অধিনায়ক। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ফিটনেসেও গুরুত্ব দিচ্ছেন রোহিত।

আগামী অক্টোবরে সম্ভবত আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন রোহিত। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এক দিনের সিরিজ রয়েছে ভারতের। এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন রোহিত। অনুশীলন করছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের কাছে। নেটের পাশাপাশি জিমেও কঠোর পরিশ্রম করছেন। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। মনে করা হচ্ছে, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলবেন রোহিত। নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে চেনা ফর্মে দেখা যায়নি রোহিতকে। সমালোচনার মুখে পড়তে হয় ভারতের প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ককে। পরে সাদা বলের ক্রিকেটে রান পেলেও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। সম্ভবত সে কারণেই অস্ট্রেলিয়া সফরের দু'মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত নায়ার। উল্লেখ্য, ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম এক দিনের ম্যাচ হবে ১৯ অক্টোবর।

গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের হয়ে শেষ খেলেছেন রোহিত। ওই প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। তার পর আইপিএলের মাঝে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। স্বাভাবিক ভাবেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলেননি। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আন্তর্জাতিক ২০ ওভারের ক্রিকেট থেকেও অবসর নেন তিনি। ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের সময় ছুটি কাটাতে লন্ডনে গিয়েছিলেন রোহিত। ওভালে সিরিজের পঞ্চম টেস্টের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। সতীর্থদের উৎসাহও দেন বক্সে বসে।

আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ২২ অগস্ট শুনানি সুপ্রিম কোর্টে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশের দিকে তাকিয়ে ১১ ক্লাব

আইএসএল আয়োজন নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং আয়োজক এফএসডিএলের দ্বন্দ্ব চলছে। এফএসডিএল জানিয়েছে, চুক্তি নবীকরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা আইএসএল স্থগিত রাখছে। এই নিয়ে আগামী ২২ অগস্ট নতুন কোনও নির্দেশ দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট। সে দিন দুপুর ২টোয় চুক্তি সমস্যা নিয়ে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। আইএসএল আয়োজন নিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি অতুল চন্দুরকরের বেঞ্চের কাছে আবেদন করেন আদালত বান্ধব গোপাল শঙ্করানারায়ণ। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ফেডারেশনের খসড়া সংবিধান চূড়ান্ত করার আগে জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন বিলকে মাথায় রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে সব পক্ষের মতামত শুনতে চায় তারা।

বিচারপতি নরসীমা জানিয়েছেন, রায় ঘোষণার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তখন ফেডারেশনের আইনজীবী রঞ্জিত কুমার জানান, গত সপ্তাহে জাতীয় ক্রীড়া নীতি পাস হয়েছে। সংবিধান চূড়ান্ত হওয়ার আগে সেটি নিয়ে বিবেচনা করা হবে কি না। বিচারপতি নরসীমা জানান, শীর্ষ আদালত ইতিমধ্যেই বিল পরীক্ষা করে দেখেছে এবং খসড়া সংবিধানে প্রয়োজনীয় বদল করেছে। এ বার সব পক্ষের মতামত শুনতে চায়।

আদালত বান্ধব শঙ্করনারায়ণ জানান, কয়েক মাস ধরে ফুটবলারেরা বেতন পাচ্ছেন না। লিগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কারণ ফেডারেশন এবং এফএসডিএলের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। তিনি জানান, যে হেতু চুক্তির মেয়াদ এখনও রয়েছে, তাই এফএসডিএল-কে তা পালন করতে হবে এবং আইএসএল আয়োজনের প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি তা না করে, তা হলে সুপ্রিম কোর্ট ফেডারেশনকে নির্দেশ দিতে পারে চুক্তি বাতিল করার। সে ক্ষেত্রে টেন্ডার ডেকে নতুন সংস্থাকে আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। আইএসএল না হলে বিভিন্ন ক্লাবের ফুটবলারেরা বেতন পাবে না। ফিফার শাস্তিও পেতে পারে ফেডারেশন।

অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটের ৪টি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্লাব লীগ ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে লাইনআপ চূড়ান্ত। বৃষ্টি বিঘ্নিত টুর্নামেন্টের লিগ পর্যায়ের খেলা শেষ হতে কিছুটা দেরি হলেও এখন টুর্নামেন্ট স্বাভাবিক পর্যায়ে বলা চলে। আগামী ২১ আগস্ট ৪ মাঠে ৪ টি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্ত: ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। প্রতি গ্রুপে সাতটি করে দল অর্থাৎ ১৪ দলীয় টুর্নামেন্ট থেকে দুই গ্রুপের সেরা চারটি করে আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। ক্রমান্বয়ে গ্রুপ-এ থেকে মৌচাক ক্লাব, চলমান সংঘ, হার্ভে ক্লাব এবং ইউনাইটেড বিএসটি যেমন কোয়াটার ফাইনালে প্রবেশ করেছে। তেমনি গ্রুপ বি থেকে যথাক্রমে কসমোপলিটন, স্ফুলিঙ্গ, পোলস্টার এবং জে সি সি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। আগামী ২১ আগস্ট এমবিবি স্টেডিয়ামে মৌচাক বনাম জেসিসি, তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে চলমান সংঘ বনাম এবং পোলস্টার ক্লাব, টিআইটি গ্রাউন্ডে হার্ভে বনাম স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড বিএসটি বনাম কসমোপলিটন ক্লাবের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ী চারটি দল পরদিন অর্থাৎ ২২ আগস্ট সেমিফাইনালে খেলবে।

বিশ্বকাপ বাছাই: আর্জেন্টিনার প্রাথমিক স্কোয়াডে আছেন যাঁরা

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সেপ্টেম্বরে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচ দুটির জন্য ৩১ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। লিওনেল মেসিকে স্কোয়াডে রেখে নতুন মুখ হিসেবে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাসের আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার হোসে মানুয়েল লোপেজকে ডেকেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।

লাৎসিও স্ট্রাইকার ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোসের জায়গায় স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন এ মৌসুমে ৪২ ম্যাচে ১৫ গোল করা ২৪ বছর বয়সী লোপেজ। গত জুনে বাছাইপর্বের যে স্কোয়াড স্কালোনি ঘোষণা করেন, সেখানে আরও কিছু পরিবর্তন এনে এবারের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন তিনি। এনজো ফার্নান্দেজ, নিকো দমিনগেজ ও ভালেন্তিন বার্কের জায়গায় ডাক পেয়েছেন হুলিও সোলের, অ্যালান ভারেলা ও ভালেন্তিন কারবোনি। চোটের কারণে প্রায় এক বছর পর আর্জেন্টিনা দলের বাইরে থাকা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার কারবোনি কিছুদিন আগে জেনোয়ার হয়ে দারুণ এক গোল করেন।

গত জুনে কলম্বিয়ার বিপক্ষে লাল কার্ড দেখা ফার্নান্দেজ নিষেধাজ্ঞার কারণে স্কোয়াডে জায়গা পাননি। ম্যানচেস্টার সিটির ১৯ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ক্লডিও এচেভেরিকেও স্কোয়াডে রেখেছেন স্কালোনি। চোট কাটিয়ে উঠতে না পারায় পাওলো দিবালাও ডাক পাননি। রিয়াল মাদ্রিদের ১৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোকে অবশ্য স্কোয়াডে রেখেছেন স্কালোনি।

২০২৬ বিশ্বকাপে ইতমধ্যেই খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে ১০ দলের পয়েন্ট তালিকায় ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে স্কালোনির দল। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোরে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। মাঝে চার দিন বিরতির পর ১০ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর।

মাত্র ২০ মিনিটে ম্যাচ ছাড়লেন অসুস্থ সিনার! সিনসিনাটি ওপেন জিতেও ক্ষমা চেয়ে নিলেন আলকারাজ

গত দুই গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালের পর দর্শকদের লোভ বেড়ে গিয়েছিল। টেনিসবিশ্ব অপেক্ষা করছিল আরও এক টান টান লড়াইয়ের। সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন পুরুষদের এক ও দু'নম্বর তারকা। কিন্তু এ বার আর কোনও মহাকাব্যিক লড়াই দেখা গেল না। মাত্র ২০ মিনিটে ম্যাচ ছাড়লেন ইয়ানিক সিনার। অসুস্থতার কারণে আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি। তত ক্ষণে প্রথম সেটে ৫-০ এগিয়ে কার্লোস আলকারাজ। সিনার ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ায় চ্যাম্পিয়ন হলেন আলকারাজ। কিন্তু তিনি এ ভাবে চ্যাম্পিয়ন হতে চাননি। খেলা শেষে সিনারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন আলকারাজ। দর্শকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন সিনার।

হার্ড কোর্টে টানা ২৬ ম্যাচ জিতে সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে নেমেছিলেন সিনার। শেষ বার তিনি হেরেছিলেন গত বছর অক্টোবরে। তবে আলকারাজ-সিনার লড়াইয়ে কোনও পরিসংখ্যান কাজে লাগে না। কয়েক মাস আগে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে সেটা দেখা গিয়েছে। জোড়া ম্যাচ পয়েন্ট থেকে আলকারাজের কাছে হারতে হয়েছে সিনারকে। তার বদলা তিনি নিয়েছেন উইম্বলডন ফাইনালে। ঘাসের কোর্টে আলকারাজের বিজয়রথ থামিয়েছেন সিনার। সুতরাং এটিপি মার্টার্স ১০০০-এ ফাইনালে কাউকে এগিয়ে রাখা যাচ্ছিল না।

কিন্তু খেলা শুরু হতেই অন্য ছবি। প্রথম গেমে সার্ভিস করার সময় সিনারকে দেখে মনে হচ্ছিল, কোথাও সমস্যা হচ্ছে। একের পর এক আনফোর্সড এরর, ডাবল ফল্ট করা শুরু করেন তিনি। ফলে পিছিয়ে পড়েন ইটালির টেনিস তারকা। পর পর পাঁচটা গেম জেতেন আলকারাজ। তিনিও সিনারের খেলা দেখে কিছুটা অবাক হচ্ছিলেন। ০-৫ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় সিনার জানিয়ে দেন, আর খেলতে পারছেন না তিনি। জিতে যান আলকারাজ।

খেলা শেষে কিছু ক্ষণ মাথায় আইসপ্যাক ধরে বসে থাকেন সিনার। তার পর তিনি জানান, আগের রাত থেকেই অসুস্থ ছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন খেলার। কিন্তু পারেননি। সিনার বলেন, ‘‘আমি সাধারণত প্রতিপক্ষকে নিয়ে কথা বলা শুরু করি। কিন্তু এখানে আমি দর্শকদের নিয়ে কথা বলব। আমি খুব খুব দুঃখিত। জানি, অনেকেই কাজের দিন সময় বার করে আমাদের খেলা দেখতে এসেছিলেন। তাদের হতাশ করেছি। রাত থেকেই অসুস্থ ছিলাম। ভেবেছিলাম অন্তত ম্যাচটা শেষ করতে পারব। কিন্তু পারলাম না। আমি খুব দুঃখিত। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।’’ পাশাপাশি আলকারাজকে শুভেচ্ছা জানান সিনার। বলেন, ‘‘আলকারাজকে অনেক শুভেচ্ছা। আরও একটা ট্রফি জিতলে। কিন্তু আমি জানি, তুমি এ ভাবে জিততে চাওনি।’’

চ্যাম্পিয়ন হয়েও আলকারাজের মুখে হাসি ছিল না। তাঁরও খারাপ লাগছিল। তিনি বলেন, ‘‘আমি জানি, এই পরিস্থিতি থেকে তুমি আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে। ঠিক যেমনটা সত্যিকারের চ্যাম্পিয়নেরা করে।’’ টেনিসে ম্যাচ শেষে জয়ী খেলোয়াড় ক্যামেরার লেন্সে সই করেন। সিনসিনাটি ওপেন জিতে আলকারাজ সেখানে লেখেন, ‘‘ক্ষমা করে দিও সিনার।’’ তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, লড়াই করে চ্যাম্পিয়ন হতে চেয়েছিলেন তিনি। খেলার নিয়মে তিনি জিতেছেন। কিন্তু এ ভাবে অসুস্থ সিনারকে হারিয়ে খারাপ লাগছে তাঁর।

ভারতকে হারাতে তৈরি! শেষ পাঁচ ম্যাচ হেরেও এশিয়া কাপের আগে গম্ভীরদের হুমকি পাকিস্তানের

দিন দিন খারাপ হচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা। গত তিন বছরে বড় প্রতিযোগিতায় ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটা ম্যাচ খেলে সবগুলো হেরেছে তারা। তার পরেও পাকিস্তানের হুমকি থামছে না। এশিয়া কাপের আগে আবার ভারতকে চ্যালেঞ্জ করেছে তারা। আগামী মাসে এশিয়া কাপ। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ১৪ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। সেই ম্যাচের আগে পাকিস্তানের নির্বাচক প্রধান আকিব জাভেদ ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, “আমাদের এই দলের ভারতকে হারানোর ক্ষমতা আছে। আমরা ভারতকে হারানোর জন্য তৈরি। আপনি মানুন বা না মানুন, বিশ্বক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তানের থেকে বড় ম্যাচ নেই। এখন দু'দেশের মধ্যে কী সম্পর্ক তা সকলে জানে। আমরা পাকিস্তানের জন্য খেলব।”

শুধু ভারত নয়, বাকি সকল দেশকে হারানোর ক্ষমতাও তাঁদের রয়েছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আকিব। তিনি বলেন, “আমাদের দল যে কোনও দলকে হারাতে পারে। দলের ছেলেরা তৈরি। আমরা দেখিয়ে দেব, পাকিস্তান ক্রিকেট কী। দুবাইয়ে খেলার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সেটা কাজে লাগাব।”

২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শেষ বার ভারতকে হারিয়েছিল পাকিস্তান। শাহিন শাহ আফ্রিদি, বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানের দাপটে ১০ উইকেটে জিতেছিল তারা। বাবর ও রিজওয়ান এশিয়া কাপের দলে সুযোগ পাননি।

২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিরাট কোহলির কাঁধে ভর করে টান টান ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ভারত। ২০২৩ সালে এশিয়া কাপের পাশাপাশি এক দিনের বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল ভারত। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভারতের কাছে হেরেছে পাকিস্তান। তার পরেও পাকিস্তানের হুঁশিয়ারি কমছে না। আবার ভারতকে চ্যালেঞ্জ করেছে তারা।

এশিয়া কাপে আকাশছোঁয়া ভারত-পাক ম্যাচের বিজ্ঞাপনের দর

পহেলগাঁও হামলার পর ভারত-পাক ক্রিকেটীয় সম্পর্ক কোন খাতে বইবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তার মধ্যেই ঘোষিত হয়েছে এশিয়া কাপের দিনক্ষণ। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। আর সেই ম্যাচ নিয়ে পারদ চড়তে শুরু করেছে। উড়তে শুরু করেছে অর্থও। ভারত-পাক ম্যাচ চলাকালীন সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বিজ্ঞাপনের জন্য আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে বাজারদর।

ক্রিকেট দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। দুই দেশের কোটি-কোটি মানুষ তো বটেই, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই ম্যাচ দেখার জন্য মুখিয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, এই বিরাট সংখ্যক দর্শকের আগ্রহ ও উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের বিজ্ঞাপন প্রচারে সব সংস্থাই আগ্রহী থাকে। কিন্তু এশিয়া কাপের ক্ষেত্রে তা যেন আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিতে চলেছে। তার কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে যেহেতু দুই দেশের মাটিতে ভারত-পাক লড়াই হয় না, ফলে স্টেডিয়ামে ম্যাচ দেখা থেকে বহু মানুষ বঞ্চিত হন। সেক্ষেত্রে টিভি বা বিভিন্ন অ্যাপই ভরসা।

এশিয়া কাপের স্বত্ব রয়েছে সোনি টিভির কাছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের মতে, এশিয়া কাপে ভারতের ম্যাচের ১০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনের মূল্য ১৪-১৬ লক্ষ টাকা হতে পারে। সহকারী-স্পনসরশিপের মূল্য ১৮ কোটি টাকা। সহযোগী স্পনসরশিপে মূল্য ১৩ কোটি টাকা। যদিও উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আদৌ ভারত-পাক ম্যাচ হয় কি না, সেদিকে সবারই নজর থাকবে। সম্প্রতি লেজেন্ডস লিগে ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল হয়েছে। সেমিফাইনালে আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে নামতে চাননি যুবরাজ সিং, শিখর ধাওয়ানরা। এশিয়া কাপে কী পরিস্থিতি দাঁড়ায়, সেটাই এখন প্রশ্ন। আমিরশাহিতে মূলত দুটি ভেন্যুতে ম্যাচগুলি খেলা হবে। যার মধ্যে ১১টি ম্যাচ হবে আবু ধাবিতে। বাকি আটটি ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। তার মধ্যে ফাইনালও আছে।

জয় দিয়ে লা লিগা শুরু বার্সেলোনার, ন'জনের মায়োরকার বিরুদ্ধে ফ্লিকের দলের জয় বিতর্ক মুক্ত হল না

ন'জনের মায়োরকাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে লা লিগা অভিযান শুরু করল গত বারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। ম্যাচের ২৩ মিনিটের মধ্যে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সা। ৩৯ মিনিটের মধ্যে মায়োরকার দু'জন ফুটবলার লাল কার্ড দেখেন। বার্সার এই সহজ জয়েও থাকল বিতর্কের ছোঁয়া।চারটে প্রাকমরসুম প্রস্তুতি ম্যাচে ২০ গোল করা বার্সেলোনার জয় নিয়ে তেমন সংশয় ছিল না ফুটবলপ্রেমীদের। দাপটের সঙ্গেই শুরু করেন লামিনে ইয়ামাল, ফেরান তোরেসেরা। তাঁদের একের পর এক আক্রমণে চাপে ছিল মায়োরকার ডিফেন্স। ম্যাচের ৭ মিনিটে রাফিনিয়ার গোলে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ২৩ মিনিটে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তোরেস। এই গোল নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। ইয়ামালের শট আটকাতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়ে বক্সের মধ্যে পড়ে যান মায়োরকার অধিনায়ক আন্তোনিয়ো রাইলো। যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করলেও খেলা থামাননি রেফারি। ফিরতি বলে শট নিয়ে গোল করেন তোরেস। এই গোলের পর প্রতিবাদে রেফারির সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন মায়োরকার মিডফিল্ডার মানু মোরলানেস। হলুদ কার্ড দেখেন তিনি। এর ১০ মিনিট পরেই ইয়ামালকে ফাউল করায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় মোরলানেসকে। এর ৬ মিনিটের মাথায় ম্যাচের ৩৯ মিনিটে মায়োরকা ন'জনের হয়ে যায়। লাল কার্ড দেখেন স্ট্রাইকার ভেদাত মুরিকি। বার্সেলোনার গোলরক্ষক গার্সিয়াকে ফাউল করেন তিনি। রেফারি তাঁকে প্রথম হলুদ কার্ড দেখান। পরে ভিএআর দেখার পর লাল কার্ড দেখান। মায়োরকার ১০৯ বছরের ইতিহাসে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার লি লিগার প্রথম ম্যাচেই তাদের দুই ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখতে হল। প্রথম বার এমন হয়েছিল ২৩ বছর আগে বার্সেলোনার বিরুদ্ধেই।

ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব জগতের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের জীবনকে গড়তে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: মহারাজা বীরবিক্রম ছিলেন এক দূরদর্শী রাজা। তিনি তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সর্বক্ষেত্রেই উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে গেছেন। তিনি আগরতলা শহরকে উন্নত শহরের আদলে গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। আজকের আগরতলার রাস্তাঘাটের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা তাঁর আমলেই শুরু হয়। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য সময়ে সমাজের জন্য দৃষ্টান্তমূলক কিছু করে যেতে হবে। মহারাজা বীরবিক্রম তাঁর জীবিত অবস্থায় সেই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বলেই আজ আমরা তাঁকে স্মরণ করি। আজ বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের সুর্বণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ভাষণ রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানের আগে কলেজ প্রাঙ্গণে মহারাজা বীরবিক্রমের স্থাপিত মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার তাঁর চিন্তাভাবনাগুলিকে আধুনিক রূপ দিয়ে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য একজন বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি বিদ্যাপত্তন নামে একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে আগরতলায় নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান রাজ্য সরকার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্যের বিমানবন্দরের নামকরণ তাঁর নামে করেছে। হয়েছে তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়। আগরতলার কামান চৌমুহনিতে বসানো হয়েছে তাঁর মূর্তি। রাজ্যে অন্য কোনও সরকারই তাদের কাজের মধ্য দিয়ে মহারাজা বীরবিক্রমের প্রতি কোনও দিন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেনি। বর্তমান রাজ্য সরকার তার কাজের মধ্য দিয়ে মহারাজা বীরবিক্রমের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি শুধু রাজাই ছিলেন না, ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বি.বি.এম. কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রী দেশ ও বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের শুধু ভালো ফলাফল করে পাশ করলেই হবে না। প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তাগিদ থাকতে হবে সমাজের জন্য ভালো কিছু করার। বাস্তব জগতের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের জীবনকে গড়তে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য গড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে ছাত্রছাত্রীদেরও সচেতন হতে হবে। নিজে সচেতন হয়ে অন্যকে সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক নতুন ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার প্রয়াস নিয়েছেন। রাজ্য সরকারও তাঁর পথ অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। এ কাজে ছাত্র যুবাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম তাঁর জীবনের ৩৯ বছরে রাজ্যের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন। আজকের তাঁর ১১৭তম জন্মদিনটি রাজ্যের জাতি-জনজাতি প্রতিটি মানুষের কাছে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, মহারাজার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ও ইচ্ছায় ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ড. বিভাস দেব ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বি.বি.এম. কলেজের প্রফেসর ড. রূপক দাস। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন বি.বি.এম. কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মৃণাল দাসগুপ্ত। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ কলেজের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা ও অ্যানুয়েল রিপোর্টের আবরণ উন্মোচন করেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের ১৮টি স্টল ঘুরে দেখেন।

এক মাস ধরে পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ১৮ পরিবার, দ্রুত জলের উৎস মেরামতের দাবি

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: এক মাস ধরে পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ১৮ পরিবার।চড়িলাম ব্লকের আড়ালিয়া পঞ্চায়েতের খামারবাড়ি এলাকায় জল উত্তোলন এবং সরবরাহকারী মেশিন নষ্ট হয়ে আছে ১ মাস ধরে। কিন্তু এখনো মেশিনটি সারাই করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

চড়িলাম আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খামারবাড়ি এলাকার সাবমারসিবল নষ্ট হয়ে রয়েছে প্রায় ১মাস হয়েছে। সাবমারসিবল নষ্ট হওয়ায় পানীয় জল থেকে বঞ্চিত গ্রামের ১৮ পরিবার। গ্রামের বাসিন্দা মানিক মিয়া জানান, ১ মাস ধরে জলের মেশিনটি নষ্ট। প্রায় ১৫ দিন আগে ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের লোকজন এসে মোটর তুলে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সারাই করে মোটর লাগানো হয়নি। যার ফলে পানীয় জলের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গ্রামের মানুষদের। অবিলম্বে দপ্তর এই জলের উৎসটি মেরামত করে দিক, এমনটাই দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্ব চিত্র দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: বিশ্ব চিত্র দিবস হল ফটোগ্রাফি শিল্প, ইতিহাস, এবং এর বিকাশকে উদযাপন করার একটি বার্ষিক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান। এই দিনটি বিশ্বজুড়ে ফটোগ্রাফারদের তাদের কাজ ভাগ করে নেওয়া, ফটোগ্রাফির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং এই শিল্পমাধ্যমটির প্রতি তাদের ভালবাসা উৎকর্ষ তুলে ধরার দিন।মঙ্গলবার ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনর উদ্যোগেও যথাযথ মর্য্যাদায় দিনটি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিন থেকে শুরু হয়েছে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ৩৮ জন সাংবাদিকের ৭৫ টি ছবি নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী। আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তিন দিনের চিত্র প্রদর্শনীর সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন রাজ্যের পর্যটন পরিবহন ও খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহা নির্দেশক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য, আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার, সমাজসেবী সুব্রত চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক সহ সংবাদ জগতের কর্মীরা। অতিথিরা প্রত্যেকেই শুধু রাজ্যের মধ্যে নয় জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাজ্যের চিত্র সাংবাদিকদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক দেববর্মা। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন সভাপতি প্রলয় জিৎ পাল।

ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যসোসিয়েশন এই বছর ২৫শে পা দিয়েছে। এইটি রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ। এই বছর বহুমুখী চিন্তা ভাবনার রূপ রেখাই বাস্তবায়ন করার কথা সকলের আলোচনায় উঠে এসেছে। ১৯ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট ২০২৫ তিনদিন ব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী থাকবে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে। রোজ সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী সর্ব সাধারণের জন্যে খোলা থাকবে।

তেলিয়ামুড়া মন্ডল বিজেপি কার্য্যালয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ আগস্ট: আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন মঙ্গলবার সারা রাজ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

২৮ তেলিয়ামুড়া মন্ডল বিজেপি কার্য্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহারাজার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, মন্ডল নেতা মধুসূদন রায়, জনজাতি মোর্চার নেতৃবৃন্দসহ মন্ডলের অন্যান্য নেতৃত্ব। বক্তারা বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম শুধু একজন শাসকই নন, তিনি ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার দূরদর্শী স্থপতি, যিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যকে নতুন পরিচয় দিয়েছিলেন।

মন্ডল সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য বলেন, "মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জীবনাদর্শ আমাদের কাছে এক অবিনশ্বর দিশারী। তাঁর নৈতিকতা, কর্মপ্রচেষ্টা এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য।"

অন্যদিকে কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও মহারাজার জন্মদিন পালিত হয় গৌরবের সঙ্গে। কৃষ্ণপুর মন্ডলের নেতাজি শক্তিকেন্দ্রের প্রতিটি বুথে মহারাজার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, নীরব প্রার্থনা এবং স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বুথ কমিটির কর্মী, মন্ডল নেতৃত্ব এবং মহিলা মোর্চার নেত্রীরা।

বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সবিতা দাস। তিনি বলেন, "মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ছিলেন উন্নত ত্রিপুরার স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর দেখানো পথই আমাদের শক্তি ও প্রেরণা। সমাজ ও রাজ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর আদর্শ আমাদের মেনে চলতে হবে।"

উল্লেখযোগ্য যে, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের শাসনামলে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। তাঁর প্রয়াসেই ত্রিপুরা আজকের আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

এসআইআর বাতিল সহ চার দফা দাবিতে গণঅবস্থান সিপিআই(এমএল)-র

আগরতলা, ১৯ আগস্ট : এসআইআর বাতিল সহ চার দফা দাবিতে আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনীতে সামনে তিন ঘন্টার গণঅবস্থান সংগঠিত করে সিপিআই(এমএল)। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর পূরণ করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক নেতা বলেন, এসআইআর নিয়ে বিজেপি সরকার প্রজাতন্ত্রের উপর আক্রমণ করেছে। ভোটার তালিকা সংশোধনীর নামে নির্বাচন কমিশন ভোট চুরি করছে। গত ৭ আগস্ট বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী জনসম্মুখে এর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন। মহারাষ্ট্রে ভোট চুরির আড়ালে বিহারে সরাসরি ভোট ডাকাতি হচ্ছে। এসআইএর প্রথম তালিকায় প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাতিল হয়েছে। তাই এই এসআইআর প্রজাতন্ত্র বিরোধী। অবিলম্বে এসআইআর বাতিল করা হোক। তাছাড়া, তিনি আরও বলেন, স্মার্ট মিটার লাগানো এবং বিদ্যুৎ বিলে অযৌক্তিক বৃদ্ধি জনজীবনে যে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি করেছে। সারাদেশে স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদে জনগণ শামিল হচ্ছে। পশ্চিমবাংলা বিজেপি নেতারা স্মার্ট মিটারের নামে সেখানে তৃণমূল সরকারকে একহাত নিয়ে যখন আকাশ-পাতাল গরম করছে ঠিক তখন রাজ্যে বিজেপি শাসিত রাজ্য স্মার্ট মিটার বসানোর জন্য মানুষের হয়রানির চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যাচ্ছে। তাই অবিলম্বে স্মার্ট মিটার বাতিল করারও দাবি জানিয়েছেন।

নোয়াগাংয়ে মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মজয়ন্তীতে গাছের চারা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৯ আগস্ট: পানিসাগর মহাকুমার অন্তর্গত নোয়াগাং এলাকায় 'আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার' মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই দিন ৬০ জন গ্রামবাসীর হাতে বিনামূল্যে সুপারি চারা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নোয়াগাং বাজার চত্বরে মহারাজার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে এক সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোয়াগাং সাব-জোন সম্পাদক মুকামলাল হালাম, সিনিয়র সিটিজেন ডানকিরাম রিয়াং, কৃপাজয় রিয়াং, নীলকান্ত দেববর্মা ও লালমনি হালাম প্রমুখ।

প্রচলিত হাল চাষ এখনো আছে কল্যানপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ আগস্ট: আমাদের সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। যুগ যুগ ধরে এই কৃষিকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে হাল চাষ গুরুত্বপূর্ণ। বলতে দ্বিধা নেই, বর্তমানে হাল চাষ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নানান প্রকারের পরিবর্তন হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিকতার ছাপ বাকি পাঁচটা ক্ষেত্রের মত কৃষি ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না হাল চাষের ক্ষেত্র। বিভিন্ন জায়গায় নানান প্রকারের যন্ত্রগুলো কৃষি ক্ষেত্রকে আধুনিক করার নামে নিজেদের বার বারন্ত অব্যাহত রেখে চলেছে। এই বিষয়গুলো পরিবেশের পক্ষে কতটা বিপদজনক সেই বিষয়টা আলোচনার বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত না করে শুধু এটুকু দাবি করা যায়, নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ের কৃষি কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানান প্রকারের যন্ত্রের ব্যবহার অবশ্যই চিরাচরিত পদ্ধতি গুলোর উপরে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

কমলপুর হালাহালিতে ল্যাম্প্রা সোসাইটির উদ্যোগে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর বাহাদুরের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৯ আগস্ট: আজ কমলপুর মহকুমার হালহালী - দেবীছড়া রাস্তার চৌমুহনীতে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যে বাহাদুরের ১১৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে হালহালী জ্যোতিমোহন পাড়ার ল্যাম্প্রা সোসাইটির উদ্যোগে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর বাহাদুরের মর্মমূর্তির উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যে বাহাদুরের মর্ম মূর্তির উন্মোচন ও অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন রাজ্যের বন বিভাগের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, বিশিষ্ট সমাজসেবী মেরী দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী তপন দেববর্মা,অনুষ্ঠানের কনভেনার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক রবি চরন দেববর্মা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল বলেন, বর্তমান ত্রিপুরার আধুনিক রূপকার দিশারী মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যে বাহাদুর। আমাদের সরকার আসার পর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর কে স্মরন রাখার জন্য আগরতলা এয়ারপোর্ট নাম বদল করে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যে বাহাদুরের নামকরণ করা হয়। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের শাসন আমলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সব কিছুর অবদান রেখেছেন। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের ফলক উন্মোচন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে রাজ্যের বন বিভাগের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ভাষনে বলেন, মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের পথ আমাদের অনুসরন করতে হবে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এককালীন ত্রিপুরার মহারাজা ছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের কাছে কোন জাতপাতের বালাই ছিল না। উনি জাতপাতের বিশ্বাস করতেন না। তিনি সব ধর্মকে বিশ্বাস করতেন। প্রত্যেক মানুষকে মর্য্যাদা দিয়ে তিনি রাজ্য শাসন করেছেন এই পথে আমাদের হাঁটতে হবে। বন মন্ত্রী বক্তব্যে আরো বলেন, যারা মন্ত্রী আছেন,যারা এম এল এ আছেন যারা পঞ্চায়েত রাজে কাজ করছেন সবাইকে জাতপাতের উর্ধে উঠে কাজ করতে হবে। আমরা যেন আরো এগিয়ে যেতে পারি, ত্রিপুরাকে আরো সুন্দর ত্রিপুরা গড়তে পারি ভারত বর্ষের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ রাজ্য গড়তে পারি এই দিশায় যেতে হবে।

ফের রাতের আঁধারে দোকানে হানা দিয়ে নগদ অর্থ সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে গেল চোরের দল

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: ফের রাতের আঁধারে এক দোকানে হানা দিল চোরের দল। দোকানের সিলিং ভেঙে চাল, নগদ অর্থ সহ বিভিন্ন ঠান্ডা পানীয় নিয়ে গেছে চোরের দল। ঘটনাটি ঘটেছে মেলাঘর লালমিয়া চৌমুহনী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মেলাঘর উরমাইয়ের দীপঙ্কর দাস, মেলাঘর লালমিয়া চৌমুহনীতে চাল, জল, ঠান্ডা পানীয় বিক্রির একটি দোকান খুলেছেন। এর আগেও ওনার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় দোকান চালিয়েছেন।

বর্তমানে দীপঙ্করও দোকান চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যান্যদিনের মত গতকাল রাত্রিতে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যান দীপঙ্কর। কিন্তু সকালবেলা দীপঙ্করের কাছে খবর আসে, তার দোকানে চুরি হয়েছে। অনেকটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে দোকানে এসে দেখেন, দোকানের চালের টিন কেটে, সিলিংয়ের প্লাই ভেঙ্গে দোকানে প্রবেশ করে, চালের বস্তা, ক্যাশ নগদ টাকা, জলের বোতল, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ঠান্ডা পানীয় নিয়ে গেছে চোর।

খবর দেওয়া হয় মেলাঘর থানার পুলিশকে। পুলিশ তড়িঘড়ি করে এসে দোকান পরিদর্শন করেন। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে চোরকে ধরার চেষ্টা তারা চালাবেন। সর্বাধিক চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মালামাল ক্ষতি হয় দীপঙ্করের বলে জানিয়েছে সে।

মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গদান করা সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দান করা সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে।এবিষয়ে সমাজে আরো বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। রাজ্যে এখন সফলভাবে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে।

আজ প্রদেশ বিজেপি লিগ্যাল সেলের উদ্যোগে সামাজিক কাজের অংশ হিসেবে আগরতলার টিবি এসোসিয়েশন হলঘরে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রক্তদানের মতো মহৎ দান কিছু হয় না। আর এই রক্তদানের পাশাপাশি এখন আমরা অঙ্গদানের জন্য চেষ্টা করছি। ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে সফলভাবে তিনটি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে। যেটা আগে কোনসময় ভাবা যায়নি। যারা কিডনি দিয়েছেন তারাও সুস্থ আছেন, যারা নিয়েছেন তারাও সুস্থ আছেন। এই সংক্রান্ত বিষয় আরো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সেই সঙ্গে মোহন ফাউন্ডেশনের সঙ্গে মৌ হয়েছে। কিডনি ও লিভার দান সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দান করা যায়। এই সম্পর্কে আমাদের আরো চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আইনজীবীদের মাধ্যমেও সমাজে এই বিষয়ে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। যেমন আজ আইনজীবীরা রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। এটা সমাজে একটা ভালো বার্তা যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার মানুষের দান করার একটা প্রবৃত্তি রয়েছে।

সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে পূর্ব আগরতলা থানায় নেশার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন প্রদান

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে পূর্ব আগরতলা থানায় নেশার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় আজ। এদিন পূর্ব আগরতলা থানার অধিকারিকের নিকট এক স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, আগরতলা পূর্ব থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানগুলোতে কিছু মাদক ব্যবসায়ী স্থানীয় অসামাজিক উপাদানদের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের মাদক পাচারের কাজ চালাচ্ছে। দিনের আলোয় গাড়ির ভেতরেই গাজা বিক্রি হচ্ছে।

এই মাদক ব্যবসার কারণে আজ যুবসমাজ ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে।

এছাড়াও, ধলেশ্বর এলাকায় প্রতিদিনই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি ধলেশ্বর রোড নং ১০ ও রোড নং ৮—এ একাধিক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়গুলি এদিন এই ডেপুটেশন মাধ্যমে প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।

এদিনের এই ডেপুটেশন থেকে সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির নেতৃত্বরা বিভিন্ন দাবিসনদ তুলে দিয়েছেন।

দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মাদক ব্যবসায়ীদের কঠোরভাবে দমন করার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ নিতে হবে, শাসক দলের আশ্রয়ে যারা অসামাজিক মাদক ব্যবসায়ী তৈরি হয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে, রাতে চুরিরোধে পুলিশ টহল আরও জোরদার করতে হবে, গভীর রাতে অলিগলিতে মদ্যপান বন্ধ করার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে, আগরতলা শহরসহ সমগ্র রাজ্যে বর্তমানে মাদক ব্যবসায়ী, চোর, অসামাজিক উপাদান ও ডাকাতদের কারণে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিরক্ষা বিভাগকে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে অসামাজিক উপাদানদের কঠোরভাবে দমন করার দাবি জানানো হয়েছে।

ডেপুটেশন প্রদানকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলীয় নেতা অমল চক্রবর্তী বলেন এইসব এলাকার মানুষজনের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার সম্মুখীন। অবিলম্বে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে পরিস্থিতির আরো চরম অবনতি ঘটবে বলে তারা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সভা সমাবেশে বক্তব্য রেখে বলে চলেছেন নেশাখোর ও নেশা কারবারিদের পুলিশের জালে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে যেভাবে মন্ডল নেতাসহ একাংশ বিজেপি নেতা করবে প্রকাশ্যে এসব অপকর্মে জড়িয়ে পড়তে শুরু করছে তাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কিভাবে সম্ভব হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas